প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩

শ্রীতপনকুমার ঘোষ, ৭৩ মহত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীমৃণালকান্তি রায় ৩৮ সি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট রাজলক্ষ্মী প্রেস, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

নারীর রাজনীতি

—ঃ পাত্র-পাত্রী ঃ—

॥ —পুরুষ— ॥

১। বিক্রম — রাশিয়ান যুবক, প্রকৃত নাম, ডান গাল্‌ভ

২। সিদ্ধার্থ সরকার — যুবক

৩। অনিরুদ্ধ বিশ্বাস — যুবক

৪। মঙ্গল দাস — আপনভোলা স্পষ্টবক্তা

৫। হরিমোহন তালুকদার — হরোর বাবা

৬। সনাতন বৈদ্য — ধর্মযাজক

৭। শালিক আহমেদ — যুবক (প্রকৃত বাড়ী এখানে, বাস করত আমেরিকায়)

৮। জয়দেব সরকার — সঙ্গীত বিশারদ

॥ স্ত্রী ॥

১। শর্মিলা চট্টোপাধ্যায় — যুবতী

২। হরগৌরী তালুকদার — ঐ

৩। হেম বরণী — হরোর মা

কয়েকটি কথা

পৃথিবীর বুকে চলেছে আজ রাজনীতির খেলা। ক্ষমতায় টিকে থাকার সংগ্রাম। তাই ভাগ হয়ে গেছে সমস্ত দেশগুলি দুটি শিবিরে। এর ভয়াবহ পরিণাম হয়ত ধ্বংসে না হয় শান্তিতে।

'নারীর রাজনীতি'র মধ্যে আমি যে জিনিসটা দেখাতে চেয়েছি, তা হল, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় জীবনধারা এইভাবেই টিকে আছে। নিজের হৃদয়ে যেমন, যে বিধর্মীকে স্থান দিতে পারে। তেমনি প্রয়োজনে শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাও করতে পারে।

শর্মিলা, হরগৌরী এই ভারতেরই নারী। আবার বিক্রম, বিদেশী। শালিক ভারতীয় হলেও বিদেশী সংস্কৃতিতে মানুষ। কিন্তু অনিরুদ্ধ বা সিদ্ধার্থ এরা অশুভ শক্তির প্রতীক। এদের বিরুদ্ধে শর্মিলা রুখে দাঁড়িয়েছে কৌশলে। তারপর শর্মিলা স্বপ্ন দেখেছে ভবিষ্যতের।

'নারীর রাজনীতি'র মূল বিষয়ই হল, ভারতীয় নারী সব কিছুই করতে পারে। পরকে আপন। শত্রুকে শেষ করার ক্ষমতা তার আছে। এভাবে নাটকটিকে দাঁড় করিয়েছি। পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়ে স্থান পেলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

নাট্যকার

ঃ প্রথম অঙ্ক ঃ

[শর্মিলার বাড়ী। রাত শেষ হয়ে এসেছে। গাছে গাছে পাখী ডাকছে। হাতে জলের ঘটি নিয়ে শর্মিলার প্রবেশ।]

শর্মিলা— (প্রাতঃকালের কাজগুলো করতে করতে)
কতদিন আর করব। পোড়া কপাল! রাতও তাড়িতাড়ি শেষ হয়।

[মঙ্গলের প্রবেশ]

মঙ্গল— অত আক্ষেপ কেন? এ তো আমাদের নারীর কাজ। ঘুম খুব সকালেই ভাঙাও।

শর্মিলা— তা তুই এত সকালে কি করছিস?

মঙ্গল— আমার যা কাজ।......জান আমি তোমাদের ঘুম ভাঙাচ্ছি। কি ভাবে ঘুম ভাঙাচ্ছি শুনবে—? শোন—

ভেসে আসে ঐ বাণী
তুষার শৃঙ্গ হতে—
সমুদ্রে—কন্যা কুমারিকায়।
জাগো তোমরা—জাগো!
সকালের ঘুম ভাঙাও—ভোরের
শিথিলতার বাঁধ ভাঙো।
সহিষ্ণুতা আর নয়
শক্তির জয় যাত্রা।
তুমিই নারী, তোমার প্রেরণায়
ভাঙবে ভয়ের মাত্রা।
জাগো তোমরা জাগো—সমুদ্র
পাঠায় বার্তা।

শর্মিলা— মঙ্গল, তোকে বোঝার আমাদের শক্তি নেই।

মঙ্গল— হাঃ হাঃ হাঃ!

শর্মিলা— তোর সরল হাসি— শিশুর মতো প্রাণ—

মঙ্গল— তোমার হৃদয় তো বজ্রের মতো কঠিন—আবার মাখনের মতো নরম।…তবে বজ্রেরও দরকার।

শর্মিলা— বজ্র তো ধ্বংস করে।

মঙ্গল— হাঃ হাঃ হাঃ! ধ্বংস—ধ্বংস—

[প্রস্থান]

শর্মিলা— ধ্বংস। পাগল। —কি যে বলে ঠিক বুঝতে পারি না।

[হরগৌরীর প্রবেশ]

হর— কিরে সাতসকালে তোকে বেশ উদাসীন লাগছে।

শর্মিলা— আমাদের পাগল এসেছিল।

হর— মঙ্গল তো! ওরাই তো আমাদের দেশের ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে আসছে।

শর্মিলা— সত্যিই হর, আমরা 'সত্য'কে বুঝতে ভুল করি।

হর— সে ঠিকই। তবে আমাদেরও ভাল কাজ আছে।

শর্মিলা— আমাদের ভাল কাজ — প্রেম।

হর— চলতি কথা একেবারে মজিয়ে ফেলা।

(উভয়ে হেসে উঠল)

—তবে একটা কথা বলতে আসা। তুই কিন্তু খুবই সাবধান। তোর রূপ-যৌবন দেখে সিদ্ধার্থ সরকার আর অনিরুদ্ধ বিশ্বাস মেতে উঠেছে।

শর্মিলা— তুই কি করে বুঝলি?

হর— মমতার বৌদির সঙ্গে সিদ্ধার্থের সমস্ত কথা হয়। ওই আমাকে বলেছে। যেন দুজনেই তোকে গিলে খেতে চায়।

শর্মিলা— ছাড় ওসব কথা। এই বিশাল সংসারে আমি একা। …… (কয়েক পা এদিকে-ওদিকে ঘুরে…)—হর, দ্যাখ লাল হয়ে সূর্য উঠছে। কত ভ্রমর ছুটছে মধুর লোভে। কিন্তু……

হর— থামলি কেন? কেউ আসছে না!

(উভয়ে হেসে উঠল)

[বিক্রমের প্রবেশ। যার প্রকৃত নাম ডান গাল্‌ভে। রাশিয়ার যুবক। বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে বাস করে বাংলা ভাষা, সুন্দরভাবে শিখেছে। প্রচণ্ড সাহসী। খুবই ভদ্র। সে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না।]

বিক্রম— তোমাদের কথা একটু একটু শুনতে পাচ্ছিলাম। ভাল লাগছিল।

হর— কি শুনলে ?

বিক্রম— কত কি। প্রেম, ভ্রমর।

শর্মিলা— আর কিছু ?

বিক্রম— হাঁ তাও শুনেছি।

হর— জান বিক্রম-দা আমাদের খুবই বিপদ। এই শর্মিলা বাড়ীতে একা। বৃদ্ধা মা কখনো থাকে, কখনো বাবার বাড়ী চলে যায়।

বিক্রম— বিপদ, আছে আমি আছি। আজ কুড়ি বছর তোমাদের দেশে বাস করে তোমাদের সমাজের কোথায় কি রোগ সব জেনেছি।

শর্মিলা— বড়ই দুঃখ। তার চেয়ে বেশী দুঃখ নারী হওয়ায়।

বিক্রম— বড় অদ্ভুত তোমাদের সমাজ। তারপর তোমাদের সমাজে আবার ভাগ রয়েছে।

শর্মিলা— আমাদের সর্বনাশ আমরা নিজেরাই ডেকে এনেছি।

হর— এর প্রতিকার ?

বিক্রম— তোমাদের নতুন মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে। তোমাদের সমাজের মধ্যে যে ভাঙন ধরে আছে, সেই ভাঙন জোড়া লাগাতে হবে তোমাদের সাধনায়।

হর— বিক্রম-দা আমাদের মনের প্রাচীর ভাঙতে হবে। এর জন্যে দরকার শক্তিশালী, বেপরোয়া মানুষের।

শর্মিলা — সে মানুষ নিশ্চয়ই আছে। তাকে অনুসরণ করে আমাদের এগোতে হবে।

বিক্রম— সমাজের প্রয়োজনেই মানুষ সৃষ্টি হবে। সেই মানুষই সংস্কার ভাঙবে।

হর— তুমি বিদেশী হলেও আমাদের অনেক কিছু বোঝ। তোমার মানবিকতা আছে।

বিক্রম— বিদেশ থেকে এসে সকলেই এ দেশের ভাল জিনিসটা গ্রহণ করার চেষ্টা করে। যেমন আমি তোমাদের দেশের নাম পর্যন্ত গ্রহণ করেছি। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে তোমাদের সহিষ্ণুতা।

শর্মিলা— আমাদের সহিষ্ণুতা থাকলেও বীরত্ব কি নেই?

হর— আমরা কি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সংগ্রাম করিনি?

বিক্রম— আমি কিন্তু নারীর সহিষ্ণুতার কথা বলিনি। বলেছি তোমাদের সহিষ্ণুতার কথা।

শর্মিলা— আমাদের সহিষ্ণুতার জন্য পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি।

বিক্রম— তোমাদের দেশের মানুষ পুজো হয় কাগজে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হয় না।

হর— কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু গুছিয়ে বল।

বিক্রম— তোমরা বল যে গণতন্ত্র, সকল মানুষের সমান অধিকার: কিন্তু কোথায়?

শর্মিলা— আমাদের দৃষ্টি আছে অবহেলিত মানুষদের প্রতি। অবশ্য সে দৃষ্টি ব্যালটের জন্য।

বিক্রম— রাজনীতিই সর্বনাশের কারণ। তোমাদের বুঝতে হবে, রাজনীতি-ব্যবসা তোমাদের কত ক্ষতি করছে।

শর্মিলা— বুঝতে সবই পারছি। আমরা মাকড়সার জাল বুনে সেই জালে আবদ্ধ হয়ে গেছি।

হর— আমাদের আলোচনা অনেক গভীরে চলে যাচ্ছে। এসব আর ভাল লাগে না। প্রেমের কথা কিছু বল।

শর্মিলা— ঠিকই। আচ্ছা বিক্রম-দা তোমাকে আমাদের সহিষ্ণুতা ছাড়া আর কি ভাল লাগে?

বিক্রম— সেটা ভেঙে বলতে হবে?

হর— ভেঙে বলাটাই তো চাই।

বিক্রম— (মৃদু হেসে) যদি বলি তোমাদের রূপ—যৌবন

হর ও শর্মিলা— (উচ্চ স্বরে হেসে ওঠে।)

বিক্রম— মনে হচ্ছে আমার এই কথা শুনতেই তোমরা চাও।

শর্মিলা— আমাদের রূপ কি তোমাকে ভাল লাগে ?

বিক্রম— ভাল লাগলেই বা কি হবে। কারণ আমি তো বিদেশী। এখানে বাস করলেও তো বাঙালী হব না।

হর— আমরা তোমাকে কিন্তু আমাদের বাড়ীর ছেলের মতোই জানি। আমরা তোমাকে কোন দিনই বিদেশী ভাবিনি।

শর্মিলা— তুমি যদি এখন নিজেকে ছোট ভাব, কে কি করতে পারে।

বিক্রম— ঠিক তা না।

হর— তা হলে ওকথা বললে কেন ?

বিক্রম— (মৃদু হেসে) তোমাদের মনোভাব জানবার জন্যে।

শর্মিলা— (একটু কাছে এসে) জানলে ?

হর— বেশী এগিও না (হেসে ওঠে।)

বিক্রম— ভয় নেই আমার দ্বারা তোমাদের ক্ষতি হবে না।

হর— মানুষ দেখলে কিছুটা বোঝা যায়। তাই তো তোমার সঙ্গে আমরা প্রাণ খুলে কথা বলি। আর থাকব না। আমাকে এক জায়গা যেতে হবে—চলি, বাই—বাই !

বিক্রম— কোথায় যেতে হবে ?

হর— পরে বলব (প্রস্থান)

শর্মিলা— ও শালিককে খুবই ভালবাসে। আমার মনে হয় শালিকের ওখানেই গেল।

বিক্রম— তাই !

শর্মিলা— মনে হয়।

বিক্রম— ঠিক আছে। আচ্ছা তোমার এখন কিছু ভয়ের কারণ নেই তো ?

শর্মিলা— কই, কিছু তো বুঝতে পারছি না। তবে হর বলছিল…তুমি তো আছ।

বিক্রম— সব সময়। তুমি ডাকলেই আছি। শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও আছি। ফর সেভিং ইউ—

শর্মিলা— চল ভিতরে যাই। টু টেক টি

বিক্রম— ও কে, (উভয়ের প্রস্থান)

[সুন্দর ভাবে সাজানো সিদ্ধার্থের বাড়ী]

(মঙ্গলের প্রবেশ)

মঙ্গল— বাবু কিছু খাবার দাও। অনে দিন খাইনি।

সিদ্ধার্থ— (সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিল। হঠাৎ তাকিয়ে) —কি মঙ্গল!

মঙ্গল— কিছু খাবার দাও বাবু। আমি অনেক দিন খাইনি।

সিদ্ধার্থ— খাবার!··· তোদের মতো কুকুরদের খাবার দিয়ে কি হবে। তোরা আমাদের দেশের অভিশাপ। বিদেশীরা এসে তোদেরকে দেখে বলে—আমাদের দেশ খুবই গরীব। ···জানিস—জানিস শালা এতে আমাদের মর্যাদা নষ্ট হয়।

মঙ্গল— তাহলে আমরা কোথা যাব? ···আমাদের গুলি করে মেরে ফেল।

সিদ্ধার্থ— সেই রকম একটা কিছু করতে হবে। না হলে তোদিকে ভিক্ষা দিতে আমাদের অনেক পয়সা চলে যাচ্ছে।

মঙ্গল— আমরা কেন এমন হলাম! আমরা কি দুবেলা দুটো খেতে পাব না!

সিদ্ধার্থ— আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করব। আর তোরা চাইলেই পেয়ে যাবি। লজ্জা লাগে না। খেটে খাওয়ার শক্তি আছে। অথচ ভিক্ষা চাচ্ছিস।

মঙ্গল— (পায়ে ধরে) আজকের মতো দাও বাবু। ঘরে ছেলে-পিলেরা উপোস যাচ্ছে। ছেলে-মেয়েদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া বাবার যে কী আনন্দ; সে আনন্দ একটু উপভোগ করতে দাও।

সিদ্ধার্থ— উপভোগ! (লাথি মেরে ফেলে দিয়ে) যত্তো সব জঞ্জাল আমাদের দেশে।

মঙ্গল— (মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) হায় ভগবান! তোমার কৃপা কোথা? না-না-না। এ আমার অদৃষ্ট!—মৃত্যু—মৃত্যু —তোরা মরে যা। হ্যাঁ—তোদের কেন আমি মরা মুখ

দেখি—[মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল]—অ্যাঁ রক্ত।

সিদ্ধার্থ— বেশ হয়েছে। রক্ত কেন তোর জীবন বেরিয়ে আসবে তোর মুখ থেকে।

মঙ্গল— কি বললে? তোমার মুখ আমি ভেঙে দেব।

সিদ্ধার্থ— তবে রে···

[দ্রুত শর্মিলার প্রবেশ]

শর্মিলা— দাঁড়ান। ওর গায়ে হাত দেওয়ার অধিকার কে দিল?

সিদ্ধার্থ— মানে-অনেকক্ষণ ধরে আমাকে জ্বালাচ্ছে।

মঙ্গল— মিথ্যা কথা। আমি শুধু ভিক্ষা চেয়েছি মাত্র।

শর্মিলা— এত বড় স্পর্ধা! কিসের এত অহংকার!

সিদ্ধার্থ— না, শর্মিলা কিছু মনে করো না। তেমন কিছু নয়।...তুমি ভাল আছো তো?

শর্মিলা— কাছে এসে নয়। দূরে দাঁড়িয়ে—দাঁড়িয়ে।

সিদ্ধার্থ— তুমি বোধ হয় খুবই রেগে গেছ। আচ্ছা আমার অন্যায় হয়েছে (পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে) এই নে কিছু কিনে খাগা যা।

মঙ্গল— কুকুরের বাচ্ছা! বর্বর। থ্যাড কেলাস অসভ্য, তোর টাকা আমি লোব। লজ্জা করে না।

সিদ্ধার্থ— দেখ, শর্মিলা কত সাহস।

শর্মিলা— সাহস না হলে কি হয়? ওদের এখন দরকার বুলেটের মতো শক্তি। বুলেট যেমন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে বুকের ভিতটা শতধা ছিন্ন করে দেয়। ওরাও যেন ওই রকম করতে পারে।

মঙ্গল— সে শক্তি কি কোন দিন পাব? স্বাধীন দেশ! তবু হাহাকার—

জীবন আজ কেন হাহাকার করে—
স্বর্গ সুখ দিতে যে সূর্য
এল দেশের পরে—
সেখানেও এল হতাশা—
তোমাদেরই জন্যে। [প্রস্থান]

সিদ্ধার্থ— মঙ্গল একেবারেই পাগল। আচ্ছা শর্মিলা তোমার এত দয়া কেন?

শর্মিলা— আমার দয়া—আমার ইন্টারেস্ট নিয়ে আপনার কি লাভ?

সিদ্ধার্থ— সরি-সরি—তোমাকে একটা কথা বলছিলাম—তুমি আমাকে আপনি বলবে না।

শর্মিলা— কেন?

সিদ্ধার্থ— বড্ড—পর—পর দেখায়।

শর্মিলা— পর নন তো কি আপনি আমার আপন!

সিদ্ধার্থ— ·· পরকে আপন করাই আমার কাজ।—হ্যাঁ তোমার একটু ভালবাসা পেলেই আমি সফল হব।

শর্মিলা— এ ধরনের কথা বললে ভীষণ খারাপ হবে।

সিদ্ধার্থ— ··শর্মিলা—

মনে পড়ে, বহু দিনের সেই প্রিয়া
স্নানরতা—
কেন ভেসে যাও—মনে নাও না কথা—
বোঝ না কি প্রয়োজন?

শর্মিলা— কাছে আসবেন না। তাহলে আমি চিৎকার করে উঠব।

সিদ্ধার্থ— বালির বাঁধের বাধা ভেঙে দিয়ে উজানে বেয়ে চলো শর্মিলা। এ বড় সুন্দর!

শর্মিলা— কোন্‌টা সুন্দর—কোন্‌টা সুন্দর নয়, এ বোঝার ক্ষমতা আমার আছে।

সিদ্ধার্থ— তাই আগিয়ে দিচ্ছি হৃদয়ের প্রাণখোলা ভালবাসা —যৌবনের সব আশা।

শর্মিলা— খবরদার! আপনাকে দেখলে আমার ঘৃণা হয়।

সিদ্ধার্থ— কিন্তু কেন? আমি কি এতই নিকৃষ্ট? কি চাও তুমি? ধন দৌলত, মণি মুক্তা, টাকা—না প্রেম?

শর্মিলা— প্রেম কি চাইলেই পাওয়া যায়? যোগ্যতা থাকা চাই।

সিদ্ধার্থ— আমার কি যোগ্যতা নেই ?
শর্মিলা— অত বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি পথ ছাড়ুন লোকে দেখলে কি বলবে।
সিদ্ধার্থ— লোকে কি ভাববে সে কথা চিন্তা করে তোমার কি লাভ ! (পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল)
শর্মিলা— আপনি একদম অমানুষ।
সিদ্ধার্থ— কি রকম !
শর্মিলা— মঙ্গল একজন সরল লোক। পেটের জ্বালায় মাঝে মাঝে ভিক্ষার ঝুলিও ধরে। এই সহজ সরল লোকটির মুখ দিয়ে রক্ত বের করে দিলেন।
সিদ্ধার্থ— ও আমি খুবই দুঃখিত। তুমি এ ব্যাপারে কিছু মনে করো না।
শর্মিলা— কেন করব না—ও আমার খুবই ঘনিষ্ঠ।
সিদ্ধার্থ— ক্ষমা চাইছি, আবার বলছি ঐ ঘটনাটাকে মনে রেখে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেয়ো না।
শর্মিলা— আপনার কল্পনার রঙ বড় চমৎকার ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে...
সিদ্ধার্থ— চুম্বন করতে।
শর্মিলা— (কাজের গতি খারাপ বুঝে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে)—দেখুন আপনার প্রচুর ক্ষমতা। আমি একটা সামান্যা রমণী। এ ভাবে পথ ঘিরে রাখা কি উচিত ? আমার কি দোষ ?
সিদ্ধার্থ— তোমার দোষ...হাঃ—হাঃ...তোমার দোষ, তুমি সুন্দরী...
শর্মিলা— সিদ্ধার্থ-দা আমার অনেক কাজ আছে। এই সমস্ত কাজ এখনই করতে হবে। আমি এখন আসি—
সিদ্ধার্থ— (সিগারেটটা ফেলে দিয়ে) তোমার স্বর তো দেখছি খুবই নরম হয়ে গেল—

[দ্রুত মঙ্গলের প্রবেশ]

মঙ্গল— কোন দিনই নরম হবে না। শর্মু চিরদিনই কঠোর।

সিদ্ধার্থ— তোকে আবার কে ডাকলে। যা যেখানে ছিলি।
মঙ্গল— আমাকে না ডাকলেও আসব আমার শর্মুর কাছে।
শর্মিলা— এখন চলি পরে আবার আসব।
সিদ্ধার্থ— যদি না আস ?
শর্মিলা— কোথায় যাব ! আমার আর কোথায় বা স্থান আছে।
(চোখের জল মুছল)
মঙ্গল— চল শর্মু চল—আমার সঙ্গে চল—
[উভয়ের প্রস্থান]
সিদ্ধার্থ— হোঃ-হোঃ-হোঃ—সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। আমার মনের সানমাইকার ঘরে তোমাকে আনবই। ঠিক আছে শর্মিলা—(চোখ দুটো স্থির হয়ে যাবে) শর্মু—(আলো আস্তে আস্তে নিভে যাবে)

[সাধারণ ঘর হরগৌরীর। একটা হারমোনিয়াম সাজানো। সাদা আলো]

[শালিক ও হর]
হর— শালিক-দা তোমার গানের গলা খুবই সুন্দর। তোমার গান শোনার জন্য হারমোনিয়াম এনেছি।
শালিক— এখন গান করার মুড নেই। বরং একটু মজিয়ে গল্প করি।
হর— তোমার গান শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছি।
শালিক— তবে একটা রাগ শোন—
সা রে গা মা পা ধা নি র্সা
র্সা নি ধা পা মা গা রে সা
হর— এমন মন মাতানো সুর কোথায় শিখলে শালিক-দা ?
শালিক— সবই আমার গুরুদেবের দান।
হর— তোমার গুরুদেব কে ?
শালিক— ওস্তাদ জয়দেব। বারুইপাড়া গ্রামে বাড়ী। নাম শোননি ?

হর— বাবারে বলতে ! দেখেছিও।

শালিক— দেখবে পঁচিশে বৈশাখ আমাদের ষ্টেজে আসবেন। তুমি অবশ্যই থাকবে।

হর— নিশ্চয়ই যাব। পারলে শর্মিলাকেও নিয়ে যাব।

শালিক— অসুবিধে হবে না। শর্মিলার সঙ্গে একটু পরিচয়ও হবে।...(একটু কাছে এসে) আর তোমার সঙ্গে তো পরিচয় অনেক দিন থেকেই।

হর— কিন্তু তোমার কণ্ঠে এত গান ছিল জানতাম না। তুমি ছিলে ধীর, স্থির, নম্র, নীরব।

শালিক— গান ঠিকই ছিল। সুপ্ত প্রতিভা স্থান পেলেই উপচে পড়ে।

হর— কই স্কুলে তো তোমার গান শুনিনি।

শালিক— গাইতাম না। আর রেয়াজ করা আমার ভাল লাগে না। প্রচার আমি চাই না।

হর— প্রচারের প্রয়োজন আছে।—আচ্ছা তুমি রবীন্দ্র সংগীত জান না ?

শালিক— জানি।

হর— গাও না।

শালিক— পরে—

হর— না—না এখনই—

শালিক— তাহলে শোন—

"তোমার অসীমে প্রাণ-মন লয়ে,
যতদূরে আমি যাই।" (স্বরবিতান-৪)

[দ্রুত অনিরুদ্ধের প্রবেশ]

অনিরুদ্ধ— চমৎকার ! পাশে যৌবনের টুসটুসে বালিকা। স্নিগ্ধ বাতাস, আকাশ তারায় ভরা। অপূর্ব সংযোজন... বলি কত দিন থেকে পেকেছ ?

শালিক— এ তোমার কি ধরনের মন্তব্য ! তোমাকে কত শ্রদ্ধা করি, আর তুমি আমার উপরে এ ধরনের মন্তব্য চাপিয়ে দিচ্ছ ! এ বড় দুঃখের।

অনিরুদ্ধ— প্রেমে দুঃখের দরকার আছে।
হর— প্রেম কোথায়? একটু কথা বলতে পারব না?
অনিরুদ্ধ— একটু কেন, প্রাণ খুলে, হৃদয় খুলে করতে পারিস।
শালিক— দেখ অনিরুদ্ধ দা মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে না।
অনিরুদ্ধ— মারবি নাকি?
হর— দরকার হলে নিশ্চয়ই মারব।
অনিরুদ্ধ— আ-হা-হা, বারো হাত কাপড়ে ল্যাংটা নারীর চোপার বাহার কত!

হর— মুখ সামলে কথা বলবে, তুমি জান ওর-আমার মধ্যে কি সম্পর্ক?

অনিরুদ্ধ— সব জানি, মধুর প্রেমের সম্পর্ক।...একটা কথা বলে দিচ্ছি—মেজাজ দেখালে খারাপ হয়ে যাবে।

হর— কি খারাপ হবে শুনি। দরকার হলে বিক্রমদাকে ডাকব।

অনিরুদ্ধ— কি বিক্রম! ও রকম বিক্রম আমার পকেটে দশটা ভরা থাকে।
হর— বিক্রমকে তোমরা চেন না।
অনিরুদ্ধ— হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দেখিতে পলাশ ফুল
রূপে নাই সমতুল
গন্ধ না বলে তাতে হয় না পূজা।....

Any time আনতে পার।

শালিক— আ-হা—ছেড়ে দাও, হর। অনিরুদ্ধ-দা তুমি কিছু মনে করো না। চল হর আমরা চলে যাই।

অনিরুদ্ধ— তোর প্রিয়ার স্বর না কমালে ক্ষতি হবে কিন্তু।
হর— কি ক্ষতি হবে শুনি।
অনিরুদ্ধ— তোমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।
শালিক— খবরদার। শক্তি আমারও আছে।
অনিরুদ্ধ— তবে পরীক্ষা হয়ে যাক।

হর— দাও তো শয়তানকে শিখিয়ে। আমাকে তুলে নিয়ে যাবে? এত বড় স্পর্ধা!

শালিক— (একটু শান্ত হয়ে) অনিরুদ্ধ-দা তুমি কিন্তু ভুল করছো।

অনিরুদ্ধ— ভুল আমি করছি, না তোর প্রিয়া করছে?

হর— শয়তানের মুখ ভেঙে দেব। আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে! (চোখের জল মুছে) শালিক-দা এখনও ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছ?

অনিরুদ্ধ— (শালিকের দিকে তাকিয়ে) এক পা এগোলে সর্বনাশ করে দেব। (পকেট থেকে ছুরি বার করে দেখাল)

শালিক — আমি ছুরির ভয় করি না। আমার শরীরে ইসলামের রক্ত প্রবাহিত। একটা অসহায় নারীকে রক্ষা করতে যদি আমার জীবন চলে যায় তো যাবে।।

অনিরুদ্ধ— তবে হয়ে যাক—(অনিরুদ্ধ ছুরি নিয়ে এগিয়ে আসবে শালিকও প্রস্তুত হবে। দুজনে স্টেজের মধ্যে ঘুরতে থাকবে। হর এক কোণে চুপ করে দাঁড়াবে; সুযোগ বুঝে হর অনিরুদ্ধের হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নেবে। অনিরুদ্ধ হরোর উপর অত্যাচার করতে গেলে শালিক ঝাঁপিয়ে পড়বে অনিরুদ্ধের উপর। দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধে অনিরুদ্ধ শালিককে ফেলে দেবে। এরপর হরোর উপর অত্যাচার শুরু করলে হর চিৎকার করে উঠবে)—বিক্রম-দা বাঁচাও—বিক্রম-দা বাঁচাও (দ্রুত বিক্রমের প্রবেশ) বিক্রম ঐ দৃশ্য দেখে অনিরুদ্ধকে ঘুষি মেরে ফেলে দেবে। (এদিকে হর ছুরিটি নিয়ে অনিরুদ্ধের বুকে বসাতে গেলে—)

শালিক— এখানে তোমার পরিচয় নয়।

হর— শয়তানের শেষ চাই।

শালিক— শেষ একদিন হবে। তার জন্য ওই ওর পরিণাম তৈরী করেছে।

বিক্রম— শয়তানদের জন্য কালো পরিণাম তৈরী হয়েই আছে।

তোমরা চলে এস আমার সঙ্গে (বিক্রম, হর ও শালিকের প্রস্থান)

অনিরুদ্ধ— (বুক ধরে আসতে আসতে উঠবে।) ঠিক আছে প্রতিশোধ কি ভাবে নিতে হয় দেখছি। জেনে রাখিস —আমার নাম অনিরুদ্ধ— । প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

[কলসী কাঁখে শর্মিলার প্রবেশ। দূর থেকে একটা কোকিলের স্বর ভেসে আসছে, শান্ত নির্জন পুকুর ঘাট]

শর্মিলা— (কলসী নামিয়ে মৃদু হাসি) আ মরণ ! তোর স্বর কি সব সময়েই শুনব ? ছল ছল পুকুরের জল, পদ্মের পাতায় পাতায় মারামারি ও বাবা, ভ্রমররা এ ফুল ও ফুল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি মজা—কি মজা ! তুমি তো রূপ বিস্তার করেছ হে পদ্ম ! তোমার কাছে তো আসবেই ! রূপের পূজারী ওরা।

[অনিরুদ্ধ ও সিদ্ধার্থের প্রবেশ]

সিদ্ধার্থ— রূপের পূজারী আমরাও। রূপের নেশায় এখান সেখান করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অনিরুদ্ধ— শান্ত নির্জন সাহারার বুকে একটি সুন্দর আরব্য রজনী যদি মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তুই কি সে মালা পরবি না ?

সিদ্ধার্থ— বলিস কি ! কেড়ে নিয়ে পরব।

শর্মিলা— আপনাদের উদ্দেশ্য কি ?

অনিরুদ্ধ— ঐ পুকুরে কিছু পাখী শিকার করব।

শর্মিলা— হোয়াটস্ ? জান আমি নারী। আমার প্রকাশ খুবই ধীর কিন্তু বজ্রের মতো আমি কঠিন।

সিদ্ধার্থ— দেখ শর্মিলা, তুমি আমাকে বলেছিলে আবার দেখা করব। তাই তো তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। ঐ

দেখ গাছের ডালে একটা ঘুঘু পাখী কি রকমভাবে অপেক্ষা করছে। ওর মধ্যেও কি কোন আশা নেই?

শর্মিলা— আপনি বড্ড ঢং করতে পারেন। আপনার কথাবার্তা শুনলে মনে হয় আপনি একজন বড় সাহিত্যিক।

সিদ্ধার্থ— দেখ শর্মিলা, সে প্রতিভা আমার আছে। কলেজের আমি জি. এস. ছিলাম। পত্রিকায় আমার প্রত্যেক বছরেই লেখা বেরোত।

অনিরুদ্ধ— এবং তোর লেখা বেশ রোমাঞ্চকর, কিছুটা প্রেম ঘেঁষা সেক্স ছড়াছড়ি।

সিদ্ধার্থ— আরে তৃতীয় বিশ্বে সেক্স এখন প্রধান আলোচ্য বিষয়।

শর্মিলা— 'থার্ড ওয়ার্ল্ড উইমেন্স ফিল্মের ছবিগুলোতেই সব বুঝতে পারা যাবে।

সিদ্ধার্থ— চল না আজ একটু সিনেমা দেখে আসি।

অনিরুদ্ধ— এই তো এক মাইলের মধ্যেই 'অনুরাধা', হল রিক্সা করে নিয়ে যাব, আবার রিক্সায় পেঁছে দেব।

শর্মিলা— কি বই?

সিদ্ধার্থ— "পরমা"। অপর্ণা সেনের সুপার হীট ছবি। থার্টি সিক্স চৌরঙ্গী লেন-এর পরই এই বই।

শর্মিলা— না, আমি যাচ্ছি না।

অনিরুদ্ধ— কেন, তোমার অসুবিধাটা কি?

শর্মিলা— আপনাদের সঙ্গে গেলে সবাই হাসবে। এ আমি সহ্য করতে পারব না।

সিদ্ধার্থ— আমাকে চেনে না এমন লোক এ সমাজে কে আছে?

অনিরুদ্ধ— আরে সবাই জানে অনিরুদ্ধ তার একমাত্র বন্ধু।

শর্মিলা— অনিরুদ্ধ দা আপনার মধ্যে খুবই অহংকার আছে। আপনার শরীর খুবই গরম।

অনিরুদ্ধ— জান তো আমাকে গরম করালে আমি গরম হই। আমার শরীর খারাপ হলেও আমি যথেষ্ট শক্তি রাখি। ......এই শোন একটা কথা। তুমি আমাদের কোন সময়েই আপনি আজ্ঞা করবে না। বড্ড খারাপ লাগে।

সিদ্ধার্থ— আমারও ঠিক একই মত।
শর্মিলা— হাঃ—হাঃ—হাঃ এই ব্যাপার! ঠিক আছে। তবে তাই বলব।
(সিদ্ধার্থ পকেট থেকে সিগারেট বের করল তারপর ধরাল)
সিদ্ধার্থ— শর্মিলা মনে হচ্ছে আকাশ জুড়ে ঘুরে বেড়াই। মনে হচ্ছে কালো আকাশের বুকে সাদা বলাকার মতো উড়ে যাব, পাশে তুমি থাকবে।
অনিরুদ্ধ— আমাকে নিবি না?…
সিদ্ধার্থ— তুই আমাদের পিছনে থাকবি।
শর্মিলা— হাঃ—হাঃ—তুমি আমাদের পাশেই থাকবে।
অনিরুদ্ধ— তিন জনেই উড়ে যাব—

যেন শরতের—শুভ্র খণ্ড মেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত
সুখে নিদ্রারত গো-বৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে।

শর্মিলা— তোমার চোখ মুখ দেখে যেন মনে হয় তুমি বড়ই নির্মম। কিন্তু সত্যই তোমার মধ্যেও কবিত্ব আছে!
সিদ্ধার্থ— আরে শর্মিলা সাহিত্য না থাকলে, সঙ্গীত না থাকলে কেউ কি বাঁচতে পারে?
শর্মিলা— তোমরা যতই মদে আর সিগারেটে থাক, তোমাদের হৃদয় আছে—তোমরা মানুষ চিনতে পার।
অনিরুদ্ধ— কিন্তু আমাদের কেউ চিনতে পারল না। বড় দুঃখের বিষয় যে পদাঘাতই পেলাম।
শর্মিলা— তোমরা তোমাদের ঐ পথ থেকে দূরে সরে এস। এস বিশাল সমাজে ভদ্রলোক হয়ে।
সিদ্ধার্থ— শর্মিলা আমাদের কেউ ভদ্রলোক বলে মানবে না। আমাদের চলার পথ তৈরী হয়েছে পাথর দিয়ে নয়—কাদা দিয়ে। সেই কাদা সরিয়ে কি বালি পাব?
শর্মিলা— কেন পাবে না?
অনিরুদ্ধ— না শর্মিলা, আমাদের, আমাদেরই পথে চলতে হবে।

এই নিষ্ঠুর জীবনই আমাদের এই ভাবে জীবনের পরিণতির রাস্তা তৈরী করেছে।

শর্মিলা— তোমাদের মনে হচ্ছে যেন খুবই দুর্বল। আমার কাছে এসে যেন তোমাদের মনের পরিবর্তন হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থ— না শর্মিলা, আমরা কোন দিনই দুর্বল নয়।...এ ধরনের ভালবাসা কোন দিনই পাইনি।

অনিরুদ্ধ— তাই আজ আমায় একটু ভালবাসার জন্যে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

শর্মিলা— আমার কি তোমাদের ভালবাসা দেওয়ার কোন যোগ্যতা আছে! আমি একজন সামান্যা রমণী!

সিদ্ধার্থ— তুমি সামান্যের মধ্যে অসামান্যা। তুমিই আমাদের বাঁচাতে পার।

অনিরুদ্ধ— ঠিক বলেছিস। শর্মিলার মতো মেয়ে সংসারে বিরল।

শর্মিলা— আরে ছাড়। তোমাদের একটা কথা বলে রাখি। আগামী ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। ঐ দিন তোমরা আসবে।

সিদ্ধার্থ— কে আসছে?

শর্মিলা— জয়দেব।

অনিরুদ্ধ— গুরুদেব, রবীন্দ্র-সংগীত ও ক্ল্যাসিক্সের জনক।... আর কে আসছে।

শর্মিলা— আমাদের শালিক থাকছে।

অনিরুদ্ধ— শালিক মানে হরোর সঙ্গে যার প্রেম চলছে!

শর্মিলা— কথা বললেই কি প্রেম হয়?

অনিরুদ্ধ— না জান না, ওদের মধ্যে বেশ লটাপটি আছে। এ নিয়ে বিক্রমের সঙ্গে আমার বেশ কিছু বাক্-বিতণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

সিদ্ধার্থ— শালিকের সঙ্গে তোর হচ্ছিল, তাতে বিক্রমের কি?

অনিরুদ্ধ— দ্যাখ না, বেটা আমাদের চেনে না।

সিদ্ধার্থ— একদিন চিনিয়ে দেনা।

শর্মিলা— ছাড় ওসব কথা। আর ডানিভেরও প্রচণ্ড শক্তি।
অনিরুদ্ধ— আরে শক্তি আমাদেরও কি কম আছে?
শর্মিলা— বাদ দাও ওসব কথা। বল তোমরা যাচ্ছ না কি?
সিদ্ধার্থ— তুমি বললে অবশ্যই যাব।
শর্মিলা— বলছি তো। রবীন্দ্র-সংগীত শুনবে। পারলে আবৃত্তি করবে।
সিদ্ধার্থ— অনিরুদ্ধ ভাল আবৃত্তি করে। ..করবি না?
অনিরুদ্ধ— স্থান পেলে কেন করব না? স্কুল কলেজ তো মাতিয়ে তুলেছিলাম। জায়গা পেলে মঞ্চ স্টেজও মাতিয়ে তুলব। [প্রস্থান]
শর্মিলা— ভাল আবৃত্তি করে?
সিদ্ধার্থ— জান না? .."প্রশ্ন" কবিতাটা আবৃত্তি করতে বলবে। দেখবে কেমন গলার কাজ। তবে ও সুকান্ত, নজরুল বেশী আবৃত্তি করে।
শর্মিলা— দুষ্ট হলেও একটা গুণ ওর আছে।
সিদ্ধার্থ— মানুষের সব কিছুই কি খারাপ হয়? কিছু কোয়ালিটি থাকবেই।
শর্মিলা— আমি ওর নামটা প্রস্তাব করব।
সিদ্ধার্থ— তোমার ভূমিকা কি?
শর্মিলা— আমি একজন সাধারণ দর্শক।
সিদ্ধার্থ— কেন তুমি গান, আবৃত্তি কিছুই জান না?
শর্মিলা— আমি গান জানি, হারমোনিয়াম বাজাতে জানি না। আবৃত্তির কোচ পেলে অবশ্য ভালই করি।
সিদ্ধার্থ— আমার মতো অবস্থা। আমি আবেগে গান গেয়ে যাই। কিন্তু যন্ত্র চলে না।
শর্মিলা— চালানোর চেষ্টা করিনি। আর সে রকম স্কোপ পাইনি। তবে আমার দেহের প্রত্যেকটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে গান জড়িয়ে আছে।
সিদ্ধার্থ— ঠিক আছে, আর দেরি করে লাভ নেই। চল আমরা যাই। অনিরুদ্ধও এসে পেঁছাবে।
শর্মিলা— তুমি চল, আমি হরোর সঙ্গে যাচ্ছি—[উভয়ের প্রস্থান]

[পঁচিশে বৈশাখের মঞ্চ]

(হর, শালিক, বিক্রম ও জয়দেব-এর প্রবেশ।
২৫শে বৈশাখের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়েছে।)

বিক্রম— সকলকে আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের আসর শুরু করছি। আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জয়দেব সরকার। তাঁর কণ্ঠ থেকে এবার আপনারা শুনুন—

জয়দেব— আমি বুড়ো হয়ে গেছি। ভাল গান আমার আর আসে না। তবুও আপনাদের অনুরোধে গাইছি—

সা রে মা পা ধা র্সা
র্সা নি ধা পা মা জ্ঞা রে সা

(বাইরে থেকে চিৎকার উঠে আসে) "আপনার খেয়াল ছাড়ুন গান ধরুন। খেয়াল করার জন্য কি আপনাকে নিয়ে এসেছি। গান ধরুন না হয় বাড়ী গিয়ে ভিজে ভাত খান গা" "আরে ছাড়ুন বলছি তা শোনা হয় না।"

(রেগে উঠে দাঁড়াল সে। শালিক এবং হর ধরে বসাল)

জয়দেব— ঠিক আছে আমি গানই ধরছি—

"কি গাব আমি কি শুনাব
আজি আনন্দ ধামে।" (স্বরবিতান—৪)

[বাইরে থেকে—"আরে আপনার রবীন্দ্রসংগীত ছাড়ুন। হিন্দি জানা আছে তো করুন",(আর একজন উঠে বলে) "এই যে বুড়ো দাদা—'তোফা' 'রামতেরি গঙ্গা মাইলি' সাগর-এর কিছু জানা আছে তো ধরুন।"

জয়দেব— শালিক আমাকে এ আসরে কেন নিয়ে এলি, যেখানকার মানুষ শুধু রঙিন কাঁচে পৃথিবীকে দেখে।

শালিক— আপনারা চুপ করুন। আপনারা কি ভুলে গেছেন যে, আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

বিক্রম— শালিক ওদের চিৎকার করতে দাও ভারতের লোকে

ভারতের লোককে চেনে না। অথচ আমাদের দেখে, ব্রিটেনে, আমেরিকায়, জাপানে, জার্মানিতে দেখা যাবে বিশ্বকবির কত খাতির।

শাসিক— আমার মা বাবা আমেরিকায় থাকেন। তাঁরা বলেন ওখানে রবীন্দ্রনাথের খুবই নাম। এখানে দেখছি রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন ভক্তের মধ্যে সীমাবন্ধ।

[সিন্ধার্থ ও অনিরুন্ধের প্রবেশ]

সিন্ধার্থ— নমস্কার।

অনিরুন্ধ— নমস্কার।

সিন্ধার্থ— গানের আসরে এত চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল কেন?

শর্মিলা— দেখতো, অসভ্য কিছু দর্শক বলছে হিন্দি গাও। রবীন্দ্র-সংগীত চলবে না।

সিন্ধার্থ— কার এ স্পর্ধা যে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে হিন্দি শুনবে? ধরুন আপনার গান। আমাতে আর অনিরুন্ধতে দেখছি।

শর্মিলা— ধরুন আপনার গান। আপনি এবার নির্ভয়ে গেয়ে যান আপনার রাগিণী।

জয়দেব— না এ আসর আমার নয়। এ আসর বোম্বের হিরোদের।

বিক্রম— এ দেশের মানুষ নিজেরা বোঝে না। অনুকরণ করার চেষ্টা করে।

হর— সব দেশে একই অবস্থা।

অনিরুন্ধ— অন্যান্য দেশে গুরুজনের সম্মান আছে।

জয়দেব— না চলি। শুধু এ কথাই বলে যাই রঙীন কাঁচে যতদিন পৃথিবীকে দেখবে ততদিন এখানে 'ক্ল্যাসিকস' প্রতিষ্ঠিত হবে না। [প্রস্থান]

শালিক— মাষ্টার মশাই দাঁড়ান—দাঁড়ান। মাষ্টার মশাই চলে গেল! খুবই খারাপ লাগল, অতবড় একজন সঙ্গীতজ্ঞকে নিয়ে এসে অপমান করা হল!

(ষ্টেজের মধ্যে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হল)

সিদ্ধার্থ— ঠিক আছে অনিরুদ্ধ আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে।

হর ঃ—না আর আবৃত্তি নয়। আজকের আসর ভেঙে দেওয়া হল।

অনিরুদ্ধ— আসর চলুক। আমি দেখছি কে চিৎকার করে।

বিক্রম— না আসর চলবে না। ভারতের বুকে এ গান বহু জনতার ভালবাসা পাবে না। কারণ এ গানে গা দোলে না—এ গানে যৌবনের বুকে তরী ভাসিয়ে দেয় না!... চলো শর্মিলা।

[উভয়ের প্রস্থান]

অনিরুদ্ধ— দেখলি কি রকম ভাব।

সিদ্ধার্থ— না—রে--না। ওর সঙ্গে শর্মিলার এমনই পরিচয়।

অনিরুদ্ধ— না গুরু, গোলাপটিকে ডাঁটা থেকে তুলে নিয়ে গেল। আবার কি ডাঁটায় লাগানো যাবে?

সিদ্ধার্থ— হাসালি। দ্যাখ না শেষ পর্যন্ত কি করি।

হর— দেখছ শয়তানদের কি রকম কথাবার্তা।

শালিক— চুপ কর। ওরা যা বলছে বলুক না।

অনিরুদ্ধ— বুঝলি সিধু, এই সেই ব্যক্তি যার জন্যে আমার সঙ্গে বিক্রমের ঝগড়া, ব্যাটাকে একটু দিয়ে দিলে হয়!

হর— বিক্রমদাকে ডাকব? উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে।

অনিরুদ্ধ— আরে রাখো তোমার বিক্রম, ছিলেম একা তাই, আজ আসুক না দেখি কত বড় বুকের পাটা।

শালিক— অনিরুদ্ধ-দা!

হর— অত ভয় কিসের।

সিদ্ধার্থ— অনিরুদ্ধ ছেড়ে দে।

অনিরুদ্ধ— না গুরু—নিয়ে গেলেই হত। না হলে তো ভাগ হয়ে যাবে।

সিদ্ধার্থ— হাঃ-হাঃ-হাঃ! বিশাল সমুদ্রের বুকে না হয় তিন জনেই ভেসে যাব। চল ফিরে যাই যমালয়ে।

অনিরুদ্ধ— হর, আবার আসব।

[উভয়ের প্রস্থান]

শালিক— প্রাণে বাতাস লাগল। বাপ্‌রে বেটাদের দেখলে বড্ড ভয় লাগে!

হর— তোমার যত ভয়। কই আমার তো ভয় লাগে না। আমি তো একজন রমণী।

শালিক— আমরা পুরুষেরা মেয়েদের খুবই হিতকারী।

হর— গা'য়ে শক্তি আছে বলে কি সবাইকে মারবে? ওদের বাবা কি কেউ নেই?

শালিক— নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমার কেউ নেই।

হর— তোমার আমি আছি।

শালিক— হর!

হর— আমার কাজ পরকে আপন করা। কিন্তু তুমি?…

শালিক— হর, তোমার চোখ আমার দেহের প্রত্যেকটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করছে। তোমার মুখের বাণী আমার হৃদয়ের প্রত্যেকটি চেম্বারে পুলক জাগিয়ে তুলছে। তুমি বলে যাও—বলে যাও—সব কিছু বলে যাও।

হর— শালিক-দা, তোমাকে আমি এক নজরেই চিনেছি। সেই চেনাই আমার হৃদয়ে এনেছে পরকে আপন করার এক বিরাট প্রবৃত্তি।

শালিক— ঠিকই বলেছ। তোমার হৃদয়ের সীমাহীন ভালবাসার জালে তুমি মোহিত করে তোলো। কিন্তু এতে তোমার অনেক ক্ষতি হতে পারে। কারণ ভাল-মন্দ বিচার না করেই সব দিয়ে দিচ্ছ।

হর— বিচার করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ভালবাসায় যাচাই চলে না। ভালবাসা—ভালবাসায়।

শালিক— সত্য হর, আমি বিদেশী। আমার জন্মস্থান আমেরিকায়। পিতা-মাতা সেখানেই থাকেন। দশ বছর বয়সে এখানে কাকার কাছে চলে এসেছি। আমি আজ মুগ্ধ হয়ে গেছি।

হর— না—না তুমি একটু বেশী করে বলছ।

শালিক— বেশী বলা আমার কাজ নয়। আর বেশী করেই বা

বলব কেন ? তোমার হৃদয় তুমি বুঝতে পার না—
তোমার হৃদয় বোঝে অপরে।

হর— হাঃ-হাঃ-হাঃ ..তুমি না! ..

শালিক— এক বড় প্রেমিক। জান হর, সঙ্গীত এবং সাহিত্যে প্রেম ছড়িয়ে আছে। কিনারা নেই—কিনারা নেই—
'জড়িয়ে আছে সব খানে মোর সব খানে।'

হর— তুমি শুধু সঙ্গীতজ্ঞ নও। তুমি একজন সাহিত্যিক।

শালিক— জান, আমার লেখা একটি বই আছে। বইটির নাম "লাভ ইন্ লাভ"। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন প্রকাশক পাইনি।

হর— সত্যি! কলকাতায় গেছিলে ?

শালিক— পায়ের চামড়া ক্ষয় হয়ে গেছে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, কিন্তু জোগাড় করতে পারিনি।

হর— বিষয়-বস্তু কি ?

শালিক— ভালবাসা কেন সৃষ্টি হয়। কেন গভীরতা আসে। কেন বিচ্ছেদ আসে—কেনই বা মৃত্যু হয়।

হর— দারুণ তো! এত ভাল বই-এর প্রকাশক নেই ?

শালিক— সুন্দরের যুগ নেই, যুগ নামের।

হর— সত্যই তাই, আজ প্রতিভা মার খাচ্ছে।

শালিক— এ সব যুগেই আছে।

হর— কিন্তু তুমি ইংরেজীতে কেন লিখলে ?

শালিক— ইংরেজীতে যতটা প্রকাশ করতে পারি, বাংলায় পারি না, তাই ইংরেজীতেই লিখলাম।

হর— কিন্তু ইংরেজী ক'জন বুঝবে ?

শালিক— ভাল হলে তখন বাংলায় অনুবাদ হয়ে যাবে।

হর— তাও বটে।

শালিক— বাংলায় ভাল লিখলেও নাম হবে না। ইংরেজীর প্রতি তোমাদের সকলের দুর্বলতা আছে।

হর— তোমার লেখাটা না হয় আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও। ওখানে ভাল-মন্দের বিচার হয়।

শালিক— আমি না হয় গিয়ে দিয়ে আসব, তবে এখানে যদি কেউ ভাল বা মন্দ বলে দেয় তবেই আমি উঠতে পারব।

হর— সে রকম লোক কি তোমার আছে ?

শালিক— এখানে আমার কেউ নেই, তবে প্রকাশ আমাকে করতেই হবে। এবং উৎসর্গ করব তোমার নামে।

হর— ধ্যৎ—আমি এমন আবার কি ?

শালিক— তুমি নিজেকে এত ছোট ভাব কেন ? আমার নামের পাশে তোমার নামটা থাকলে খুব ভালই লাগবে।

হর— তোমাকে আপ্রাণ চেষ্টা করতেই হবে। যাতে করে তোমার "লাভ ইন্ লাভ" বইটা প্রকাশিত হয়।

শালিক— চেষ্টার আমি ত্রুটি করবই না। তবে যতদিন না হচ্ছে—আমার কণ্ঠের গান আর প্রকাশিত বই নিয়ে বেঁচে থাকব এই পৃথিবীতে !...কিন্তু ভাল জিনিসের স্থান করতে হলে এখানে বহু কষ্ট করতে হবে।

হর— সেই কষ্ট আমরা দুজনেই করব। আমাদের মিলিত চেষ্টায় ফুটে উঠবে একটা সুন্দর ফুল। তার গন্ধে মোহিত হয়ে যাবে আমাদের পচা সমাজ—সৃষ্টি হবে সুন্দর পৃথিবী।

শালিক— মানুষ হবে সুন্দর। মনের সমস্ত মলিনতা দূরে সরিয়ে দিয়ে মানুষের মাঝে ফুটে উঠবে—সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প—সব।

[উভয়ের প্রস্থান]

[হরিমোহনের গৃহ]

[হেমবরণী ও হরিমোহনের প্রবেশ]

হেম— তুমি জান না, হরগৌরীর কি ব্যাপার। আমাদের মুখ রাখবে না।

হরি— আরে থামো, দেখনা কি হয়, হরগৌরী আমার অত কাঁচা মেয়ে নয়। সহজে মাথা নত করবে না।

হেম— তুমি জান কচু। আমি যা শুনলাম তাতে ওরা এখনই বিয়ে করবে। কুল থাকবে? মান থাকবে?

হরি— আ-হা-হা, উতলা হয়ো না! বুঝলে কিনা আমি দেখি কোথা আছে। হর, ও—হর, হর-মা আছিস?

হেম— সে কি ঘরে আছে! সনাতন ধর্ম ছেড়ে কোন ধর্মে পড়বে গো—

[অনিরুদ্ধের প্রবেশ]

অনিরুদ্ধ— মুসলমান ধর্মে। তারপর আবার বিদেশী মুসলমান, তোমাদের সমাজে আর কোন স্থান নাই। কাকাবাবু আপনি ইমিডিয়েট ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমাদের মান মর্যাদা, সব নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবে— আকাশের সূর্য কি উঠবে?

হরি— কি ব্যবস্থা করব?

অনিরুদ্ধ— পায়ের জুতো খুলে দুটোকে পিটাতে পিটাতে নিয়ে আসুন! তারপর দেখি ব্যাটার কত বড় স্পর্ধা।

হেম— পারবি বাবা, তুই ফিরিয়ে আনতে পারবি?

অনিরুদ্ধ— আপনাদের আজ্ঞা পেলে এই অনিরুদ্ধ সবই পারবে।

হরি— বাবা অনি তুই ব্যাপার স্যাপার কিছু জানিস?

অনিরুদ্ধ— সবই জানি।

হেম— হ্যাঁ গো জানি, ঐ ছেলেটা খুবই শয়তান, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

হরি— আমার মেয়ের যদি কিছু হয়, তো আমি ওকে এক কিস্তি না দেখিয়ে ছাড়ছি না।

অনিরুদ্ধ— বেটা নচ্ছারের মুখের চেহারা পালটে দেব।

হেম— তুই পারবি বাবা? দেখ একটু।

[হর-এর প্রবেশ]

হর— কাউকেই দেখতে হবে না। আমার পথ আমি নিজেই তৈরী করেছি।

হেম ও হরি— বলিস কি!

হর— ঠিকই বলেছি, আমি সমাজ সংস্কার আচার আচরণ কিছুই মানি না। আমি মানি শুধু মনকে, মনের মিল হলে আমি সবই করতে পারি।

অনিরুদ্ধ— তাই বলে তুমি বেধর্মে চলে যাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখব !

হর— দেখতে না পারলে সরে যাবেন।

হরি— হর তুমি আমার মান-মর্যাদা সম্মান সব বিসর্জন দিয়ে যে রাস্তায় পা বাড়িয়েছ, সেই রাস্তা আমি যেমন করেই হোক বন্ধ করব।

হেম— দরকার হলে তোর মরা মুখ দেখব।

হর— সে বরং ভাল, তবু আমি আমার পথ থেকে বিচ্যুত হব না —এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

[মঙ্গলের প্রবেশ]

ভুল করিস না—ভুল করিস না—
চেয়ে দ্যাখ আজ শ্মশান হয়েছে
তোর দুয়ার।
কেন ভুল করে চলে যাবি ভুল পথে
চলরে বাবার মতে
আবেগ বাধা মানে না
আবেগ উঠলে তাকে বাধা
মানানো খুবই কঠিন—

[গান]

আবেগে মরে পোকা
আগুন দেখে যায় যে ছুটে
জেনেও কেন যায় রে চলে
আসে না ঘুরে মা বলে।
—মা বলে আর ঘুরে আসে না। এ ভালবাসার অঙ্গীকার।

হরি— চুপ কর তুই। আগে থেকেই সব জেনে বসে আছিস।

অনিরুদ্ধ— ব্যাটার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ফারদার এ ধরনের কথা বললে তোর মুখ ছাড়িয়ে দেব। জানিস আমার নাম অনিরুদ্ধ!

মঙ্গল— পাঁচ খানা গ্রামের লোক, দেশের লোক জানে। কিন্তু বাবু আমাকে যে সত্য কথা বলতেই হবে।

হর— মঙ্গল কাছে আয়—কেউ না বুঝুক আমি বুঝেছি। চেয়ে দ্যাখ আমার মুখের দিকে—চিনতে পারছিস?

মঙ্গল— হার-হার-হার—সোনার হার—সোনার-হার তোমার মুখের উপর বয়ে চলেছে সনাতনের নৌকা গো নৌকা।

হেম— সরে যা কাছ থেকে। অনিরুদ্ধ দ্যাখ তো বাবা একবার।

অনিরুদ্ধ— (পকেট থেকে ছোরা বার করে) তবে রে শালা!

(হর অনিরুদ্ধের হাত ধরল)

হর— এ ছুরি আপনাদের চিরকালই চলে। এ ছুরির বিরাম নেই। কিন্তু ওর দোষ?

মঙ্গল— আমি কি দোষ করলাম?

হেম— তোর দোষ! শয়তান!

মঙ্গল— হোঃ-হোঃ-হোঃ আমি শয়তান। সত্য কথা বলি, তাই আমি শয়তান!

হেম— দেখছিস অনিরুদ্ধ, কোথায় উঠেছে।

হরি— ব্যাটা একেবারে পঞ্চমে উঠেছে।

হর— ওর দোষ কোথা—দোষ আমার। দোষ যা দেবার আমাকে দাও।

হেম— হর!

হরি— আমার মনে হচ্ছে গলায় দড়ি দিই। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমার একমাত্র মেয়ের মতিচ্ছন্ন হল গো…।

হর— আকাশের সূর্য যদি পশ্চিম দিকে ওঠে, পৃথিবী যদি উল্টে যায়, বাতাস যদি বন্ধ হয়ে যায় তবুও আমি আমার পথে চলব। আমার পথ এক। সমাজের সবাই

আমাকে তিরস্কার করলেও আমি কোন দিনই আমার পথ থেকে বিচ্যুত হব না—কোন দিনই বিচ্যুত হব না—

[প্রস্থান]

হেম— হর—ওহে থাম মা থাম! দেখ গো হর চলে গেল। কি তুমি স্থির হয়ে গেলে!

মঙ্গল— উপায় নেই। মনের মাঝে কোন দিনই চাকু চলে না, চাকু চলে এই দেহে—

[প্রস্থান]

অনিরুদ্ধ— মঙ্গল! ব্যাটার খুবই বাড় হয়েছে। রক্ত দোষ আছে তো!

হরি— বাবা অনিরুদ্ধ, আর কুল মান থাকল না। আমাদের মৃত্যুই ভাল, কেন যে এ বিপদ হল?

অনিরুদ্ধ— কোন চিন্তা নেই। আমি আর সিদ্ধার্থ যখন আছি, তখন আপনার কুল মান কোন দিনই যেতে দেব না। দরকার হলে নিজের দেহ আপনার জন্য উৎসর্গ করব। হরগৌরী তুমি যেখানেই থাক, তোমার নিস্তার নেই।

[প্রস্থান]

হরি— হেমবরণী আর উপায় নেই। এ উদ্দাম আবেগ কি আর স্নেহ মমতা দিয়ে ঢাকা যাবে? এ নদীর স্রোতের মত বয়ে যাবে হেমবরণী। এ ফল্গুধারা চিরকালই বয়ে যাবে—চল গঙ্গায় স্নান করে সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে চলে যাই।

হেম— তুমি অত নরম হয়ো না গো—অত নরম হয়ো না। সংসার অত সহজ নয়। অনিরুদ্ধ-সিদ্ধার্থ বদমাইস হলেও অত শয়তান নয়।

হরি— তোমার কপাল—চল আপাতত কোথাও যাই। তারপর অনিরুদ্ধকে তো বলেছি দেখা যাক।

হরি— ভগবান তুমি মুখ রেখো—মুখ রেখো।

[উভয়ের প্রস্থান]

[শর্মিলার গৃহের ভিতর সুন্দরভাবে সাজানো]

[বিক্রম এবং শর্মিলার প্রবেশ]

বিক্রম— না, তুমি জান না শর্মিলা। অনিরুদ্ধকে সিদ্ধার্থের কাছ হতে সরাতেই হবে। তা না হলে তোমাদের সর্বনাশ হবে।

শর্মিলা— কিন্তু কি ভাবে সরানো যায়? তুমি সিদ্ধার্থকে বল যে, অনিরুদ্ধ আমার উপর অত্যাচার করেছে। তখন দেখবে সিদ্ধার্থ গিয়ে অনিরুদ্ধকে মারপিট করবে। পরে সিদ্ধার্থকে আমি ঠিক কাত করে দেব।

বিক্রম— ঠিক বলেছ। শয়তানটাকে সরানো খুবই দরকার।

[হরর প্রবেশ]

হর— না সরালে আমার জীবনেও নেমে আসবে তমিস্রার অন্ধকার।

বিক্রম— আবার কিছু হয়েছে নাকি?

হর— হয়েছে মানে! আমার মা বাবাকে বলেছে আমি শালিককে বিয়ে করেছি। অনিরুদ্ধ এবং সিদ্ধার্থ আমাদের রুখবে। শয়তানের এত বড় সাহস।

শর্মিলা— তোর কোন চিন্তা নেই, আমরা যখন আছি তখন তোর কোন রূপ অসুবিধা হতে দেব না।

হর— আমি তো সব সময়েই বিক্রমদার দিকে চেয়ে আছি। তবে পৃথিবীর সব উলটে গেলেও, মা বাবার মৃত্যু হলেও আমি আমার সংকল্পে অটল।

বিক্রম— সংসারে জন্ম গ্রহণ করেছ। তোমার স্বাধীনতা বলে কি কোন জিনিস নেই? তোমাদের সমাজ তোমাদের কোন ব্যবস্থা করবে না। অথচ পাশ থেকে টিটকারী দেবে—এ অসহ্য! ···আগে একটু ড্রিংক করা যাক।

[এই কে আছিস —মদ নিয়ে আয়]

[বিক্রম শর্মিলা এবং হরকে মদ খাওয়া শিখিয়েছে। বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় বাঁচতে গেলে মদের প্রয়োজন এটা বিক্রমের ধারণা]

[একজন মদ নিয়ে এল, এবং গেলাসে মদ ঢেলে দিল।]

বিক্রম— ধর শর্মিলা—হর মুখ ঘুরাচ্ছো কেন? বর্তমান সভ্যতায় এটা কোন ব্যাপারই নয়।

[মদ খাওয়া আরম্ভ করে দিল। তারপর মিউজিকের তালে তালে নাচ আরম্ভ করে দিল।]

হর— মদ আগে খেয়েছি। এখন অনেক দিন খাইনি।

বিক্রম— আরে একটু আধটু মদ না খেলে চলবে কি করে? যে কোন সভ্যতায় যাও না—এ চলে।

শর্মিলা— আমি এখন তো পুরো মাত্রায় অভ্যস্ত। আমার আর কোন অসুবিধা হয় না।

হর— আমার অসুবিধা কিছু না। তবে গ্রামের মেয়ে তো সেই জন্য একটু আধটু এড়িয়ে চলি।

বিক্রম—আর সব ঠিক হয়ে যাবে। গ্রামেই এখন মদের কারখানা।

[আবার নাচ শুরু হল]

বিক্রম— আমি মদ ছাড়া বাঁচতে পারবনা...অনিরুদ্ধকে বহুদূরে সরিয়ে দিয়ে হর শালিকের রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে তোমাকে। তারপর আমি আছি, পারবে না?

শর্মিলা— সে চিন্তা আমি আগেই করেছি। সংসারের বুক থেকে একটা কাঁটাকে তুলে নিয়ে এসে বিশাল সমুদ্রের বুকে ফেলে দেব তারপর হাঃ-হাঃ-হাঃ—হর তোর রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু তোর মা বাবা দুঃখ করবে না তো?… মা বাবাকে কাছে কাছে রাখলে সব কাজই পণ্ড হয়ে যায়। সরে আয় সংসার থেকে—সরে আয়—

হর— আমার দেহটা কেন কাঁপছে বলতে পারিস। মদে আমার খুব একটা নেশা হয় নি। তবে মনে হচ্ছে আমি মাতাল হয়ে যাব।

বিক্রম— মাতাল তো তুমি হয়েছ। প্রেমে মাতাল হয়েছে। তোমার মন থেকে ভালবাসা কেড়ে নেওয়া যাবে না।

শর্মিলা— ঠিকই। আমার মনে হচ্ছে আকাশে উড়ে যাব।… জানিস হর, সিদ্ধার্থ আমাকে বলেছে তোমাতে আমাতে

আকাশের পথে উড়ে চলে যাব।…অনিরুদ্ধর আশাটা কি জানিস—"আমাকে নিবি না" ?

হর— তুই কি বললি ?

শর্মিলা— আমি বললাম, তুমি আমাদের পাশে পাশে থাকবে।

হর— ভালই তো।

বিক্রম— তুমি রাজী হয়েছ তো ?

শর্মিলা— আমার রাজনীতি অত সহজ নয়। অত সহজে জীবনটা বিলিয়ে দেব না।

বিক্রম— হাঃ-হাঃ-হাঃ পাখী দুটো বোঝে না পিছনে জল্লাদ খাঁচা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হর— এখন একটু বেশী করে মাতিয়ে তোল। তারপর পায়ের তলায় ফেলে শিখিয়ে দিবি এই নারী "সেই নারী।"

শর্মিলা— এ নারী বুলেট ছুঁড়তে পারে। এ নারী পাঁচটি স্বামী নিয়ে ঘর করতে পারে। জহরব্রত করতে পারে, এ নারী পিঠে ভবিষ্যৎ বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে পারে। আবার এ নারী বিশ্বের নেত্রী সেজে যুদ্ধও করতে পারে,…তোমরা দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী কোথায় আছ, দে হর, একটু মদ দে।

হর— মদ ফুরিয়ে গেছে—

[এই মদ নিয়ে আয়]

[আবার মদ নিয়ে এল। তিনজন মদে চুমুক দিল]

[মদ দিয়ে প্রস্থান]

বিক্রম—এ সুরা পড়লে বিশ্বকে নতুন লাগে। মনে হয় স্বর্গের অপ্সরার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আবার মনে হয় নদীর কূলে ডালিয়া ফুলের গন্ধে বিভোর হয়ে আছি।

শর্মিলা— মনে হচ্ছে বিশাল পাহাড়ের উপরে বসে আছি, অজস্র বরফ যেখানে ছড়ানো, মনে হচ্ছে গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করছি মথুরা কাশী বৃন্দাবন ঘুরে বিবেকানন্দের কন্যা কুমারিকায় উপস্থিত হচ্ছি—যেখানে সমুদ্র স্তব্ধ।

হর— আমার মনে হচ্ছে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে পৃথিবীকে জয় করি, জাত পাত দেশ বিদেশ কিছুই বিচার করব

না। সবাইকে এই হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিয়ে আমি হব জননী।

[প্রস্থান]

বিক্রম— জননী! জননীর জন্যেই তোমাদের সাধনা। জননী না হলে তোমাদের জীবন শেষ।

শর্মিলা— পৃথিবীর বুকে জন্ম গ্রহণ করেছি একটা আশা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য যদি ভালবাসার অধিকারিণী হওয়া যায় তবে ক্ষতি কি? পৃথিবীর বুকে ইতিহাস সৃষ্টি করব। সেই ইতিহাসের উপর পাতায় লেখা থাকবে—ভালবাসার ইতিহাস।

[প্রস্থান]

বিক্রম— আর সেই ভালবাসা ইতিহাসের প্রচ্ছদ আঁকব আমি—হাঃ হাঃ হাঃ [প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

[হরিমোহনের সাধারণ ঘর]

[সনাতন বৈদ্য, হেম, হরির প্রবেশ]

বৈদ্য— সর্বনাশ করলে। আমি শালা কোন রকমে ত্রিসন্ধ্যা জপ করে দিন পাত করি, শালার যত জ্ঞান। ভদ্র ঘরের মেয়ে একটা বিদেশী মুসলমানের সঙ্গে চলে যাচ্ছে —বলি আমাদের দেশে কি আর ছেলে নেই ..যত্ত সব...

হরি— ভায়া উপায় কি?

বৈদ্য— উপায়! তোমাকে আমাদের সমাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও বাস করতে হবে। হাঁদা ধুমসো মেয়ের যে কী কীর্তি, বলি বিয়ে দিতে কি হয়েছিল?

হেম— আমার মেয়ের চিন্তা আমি করব। তোমার তাতে কি?

বৈদ্য— বলি আমার তাতে কি? জান না, সকালে বিকেলে তোমাদের ঠাকুরের পুজো করি—আমার তাতে কি!

হরি— অত উতলা হচ্ছ কেন? এখনও তেমন কিছু হয়নি, দরকার হলে আমি ওকে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

বৈদ্য— পুজো করে আসছি—একবারে কোকিলের মতো—একেবারে কোকিলের মতো শব্দ। এই জান চশমায় ধুলো লেগে ছিল, মুছে চোখে লাগিয়ে দেখি দুজনে গলা ধরে গান করছে—

হেম— কোথায় ?

বৈদ্য— ধবল পুকুরের আম তলার মাদার উপরে। কি সুর—যেন স্বয়ং তানসেন। মনে হচ্ছিল লাঠিতে করে বাড়ি কতক দিয়ে বলি। এ প্রেমের শেষ কোথা? হায় ভগবান প্রেম তুমি ক্যানে সৃষ্টি করলে? কি লীলা আহা!

হরি— তুমি একটু চুপ কর। এতো আজকের সমাজে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এতো নতুন কিছু ব্যাপার নয়।

বৈদ্য— বল কি হে "নাপিত গোঁসাই"! যদি আমার মেয়ে বেড়িয়ে পালাত তুমি কি ছেড়ে কথা কইতে? তুমি কি আমাকে তোমার পুজো করতে দিতে? আমি বাপু ঢলাঢলি পছন্দ করি না।

[বিক্রমের প্রবেশ]

বিক্রম— উন্নত সভ্যতার বুকে প্রেম খুব একটা খারাপ জিনিস নয়, প্রেম ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে প্রেমের বন্ধন সুদৃঢ় হলে, পুরুষ খুঁজে পাবে নিজেকে, নারী পাবে তার রূপ এটাই "ইউনিভারসেল লাভ"।

বৈদ্য— তুমি বাপু কে হে আমাদের দুদিনে ইটের তৈরীর দেওয়াল ভেঙে দেবে?

হেম— এ আমাদের খুবই অনুগত। খুব ভাল ব্যবহার হয় বিক্রমের কথা বলতে পেলে কিছুই চায় না।

বিক্রম— না মাসিমা, আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। দেখুন না দেশের কি পরিস্থিতি, নারী সমস্যা, চাকুরী সমস্যা, রাজনীতির সমস্যা, জীবন ধারণের সমস্যা; কিন্তু কেন বলতে পারেন?

বৈদ্য— তোমাকে বলে কি হবে? তুমি কি সমস্যা সমাধান করতে পারবে?

বিক্রম— উচ্চ সোসাইটিতে এই ধরনের সমস্যা আছে কি? সেখানে নারীদের চোখের জল ফেলতে হয় না। কিন্তু এই দেশে তা হয় কেন?......কেন হয় জানেন?...... আপনাদের সংকীর্ণতা, টিকিতে ফুল গুঁজে পুরোহিত সেজে কিংবা দাড়ি রেখে মৌলবি সেজে যে সমাজ তৈরী করা হয়—সেই সমাজে সমস্যা থাকে—সে সমাজ কোন উচ্চ আশা পোষণ করতে পারে না।

হরি— অত করে বলিস না বাবা, তাহলে আমাদের আর এখানে থাকতে দেবে না। আমাদের চলে যেতে হবে।

হেম— তুই এক কাজ কর বাবা, আমার হরকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দে।

বিক্রম— সে হয় না মাসিমা। যেখানে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে, যেখানে মনের সঙ্গে মন মিশে গেছে সেখানে বিচ্ছেদ মৃত্যুই ডেকে আনবে।

হরি— তাহলে ওরা বিয়ে করবেই?

বৈদ্য— হরি হে তুমি সামলাও, শালা আমার রাজত্বে যত অনাচার।

বিক্রম— আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনাদের মনের মধ্যে যদি এই ভূত ঢুকত তাহলে বুঝতে পারতেন।

হেম— না বাবা তোর দুটো হাতে ধরে বলছি—আমার হরকে ফিরিয়ে এনে দে।

হরি— চিরকাল তোকে মনে রাখব। আমার একমাত্র মেয়ে। আমি অনেক ধুমধাম করে বিয়ে দেব।

বৈদ্য— তোমার মেয়েকে আর কে বিয়ে করবে। সনাতন ধর্মের মুখে প্রস্রাব করে দিলে; ওর আর কোথাও স্থান নেই।

বিক্রম— কিন্তু আপনাদের ধর্ম বলেছে সকলের সম অধিকার। আপনাদের দর্শনের সিনথেটিক আউট লুক নাকীবিশ্বের সেরা। সেখানে কেন এত সংকীর্ণতা?

বৈদ্য— তুমি বাপু আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমি শালা ধর্ম নিয়ে চলি। কোথাকার কে এসে আমার পথ

অনুরোধ করছে......। আরে থেৎ—মেরে ফাটিয়ে দেব। অপদার্থ কোথাকার।

হেম— বিক্রম বাবা একটু চুপ কর। তোদের দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করলে হবে না। যে দেশে যেমন সেই দেশে ঠিক সেই ভাবে চলতে হবে।

বৈদ্য— তা না হলে আমাদের দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ধর্মের ফল্গুধারা আমাদের দেশে থাকবেই। এ কোন আঘাতেই শেষ হবে না। বহু অশান্তি বহু লড়াই হয়েছে কিন্তু

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

কোন উপায় নেই রাশিয়া নন্দন—কোন উপায় নেই—মধুর ভালবাসা তুমি পাবে—কিন্তু ঐতিহ্য শেষ হবে না—হবে না। [প্রস্থান]

হেম— ওগো আমাদের কি হবে? আমার বুকের ভেতর থেকে আমার হৃদয়কে কেড়ে নিয়ে যাবে।

হরি— হর তুই আমাদের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাস না। সুখী হতে পারবি না।

হেম— হর তোর জন্যে আকাশ বাতাস সবাই কাঁদছে—তুই বুঝতে পারছিস না।

হরি— বুঝতে পারে না হেম—বুঝতে পারে না, রক্তের জোর, একদিন গর্ভে ধারণ করেছিলে। বুকের দুধ পান করিয়ে মানুষ করেছ। আর আজ......। পরিণামের ফসল ভাল হল না।

বিক্রম— স্নেহের বন্ধন বার হতে ষোল বছর পর্যন্ত রাখা দরকার। তারপর ছেলে মেয়েদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে দেওয়া উচিত।

হরি— সে সমাজ গড়ে উঠতে এখন অনেক দেরি। সে সমাজের কথা চিন্তা করি না। আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা ঐ হরগৌরী।

বিক্রম— আপনারা বোঝেন কম। সব হাওয়ায় উড়ে যায়। যখন যেমন হাওয়া আমাদের মধ্যে আমি তখন সেই হাওয়ায় উড়ে যাব—গভীরতা মাপব না। রবীন্দ্রনাথের গান আপনাদের দেশে চলে না। বুঝতে চেষ্টাও করেন না। রাগ-রাগিনী তো কণ্ঠে ওঠে না। এত সুন্দর শস্য-শ্যামল দেশে নদীর বাঁকে গিয়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখি না। প্রেমিকের পাশে গিয়ে বসে গল্প করি। তাই উচ্চ সমাজ গঠনের কোন চিন্তায় নেই। এর জন্যে বহু পরিশ্রমের দরকার—বহু সংযমের দরকার। [প্রস্থান]

হরি— সব শিয়ালের এক রা। কিন্তু উপায় নেই। হেম আমাদের এখন দরকার গলায় কলসী বেঁধে হেদুয়ের জলে ডুবে যাওয়া।

হেম—হির, আমার হির ফিরে আয় মা—চেয়ে দ্যাখ তোর পিতা-মাতার সুখের দিকে। তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি? ফিরে আয় তোর জন্যে কত খাবার তৈরী করে রেখেছি। তোর জন্যে কাপড় কিনে এনেছি, তু যা যা চাইবি তাই দেব -তুই শুধু আমার এই বুকে ফিরে আয়…ফিরে আয়… [প্রস্থান]

হরি— খাঁচায় বন্দী পাখী ছাড়া পেলে আর ঘরে ফেরে না। তোর কোন ভুল নেই—সব আমার কপালের দোষ। সংসারে জন্ম গ্রহণ করে দুঃখটাকেই জীবনের সব চাইতে কাছের করে নিলাম। তবে দেখি কত দূর কি করতে পারি। [প্রস্থান]

[পর্দা]

[শর্মিলা ও সিদ্ধার্থের প্রবেশ]

শর্মিলা— ব্যাপারটা তুমি দেখলে বুঝতে পারতে। অনিরুদ্ধকে আমি নিজের দাদার মতো দেখতাম, কিন্তু ও এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়ে দিল যে, নিজের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি, বল এর পর কি বলব।

সিদ্ধার্থ—তুমি বাধা দিলে না?

শর্মিলা— আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তোমার নাম ধরে চিৎকার করেছিলাম, কিন্তু ও বলেছিল ও রকম সিধু আমার পকেটে ভরা থাকে। শুধু তাই নয় আমাকে বলেছে তোমাকে আমার...

সিদ্ধার্থ— এত বড় স্পর্ধা! ঠিক আছে ওকে আমি গঙ্গার ওপারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শর্মিলা— আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়া কাউকেই জানি না।

সিদ্ধার্থ— সে আমি জানি, জান তোমার জন্য আমি অনেক অবসর নষ্ট করে দিয়েছি।

শর্মিলা— হিঃ-হিঃ-হিঃ যেন মনে হচ্ছে প্লেনে করে নিউ ইয়র্ক, প্যারি, সুইস, শেষে টকিও ঘুরে আসি ; তোমার সঙ্গে।

সিদ্ধার্থ— গেলেই হল, কত টাকা আর খরচ হবে, বাবার যা টাকা আছে আমাদের সাত পুরুষ বসে খাবো, কিছু না হয় খরচা করলাম।

শর্মিলা— আমাদের দেশে বসন্ত চিরকাল থাকে না কেন গো?

সিদ্ধার্থ— হাঃ-হাঃ-হাঃ—তাহলে যৌবন বিদায় নেবে না। সব জিনিসের একটা ক্ষয়ের দরকার।

শর্মিলা— পৃথিবীর ক্ষয় হলে আমরা কোথায় থাকব?

সিদ্ধার্থ— বিশ্ব চলে গেলে ভারত মহাসাগরের নীচে বিরাট প্রাসাদ তৈরী করব শুধু কাঁচ দিয়ে। যাতে করে সমুদ্রের সব দেখা যায়।

শর্মিলা— তিমি, ভেটকী, মৃগেল, রুই সব দেখা যাবে তো? কিন্তু ঐ বাঁদরটা যদি গড়াতে গড়াতে গিয়ে বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে?

সিদ্ধার্থ— সিদ্ধার্থের পকেটে কোন দিনই ছুরি না থাকা হয় না, সেই ছুরির ডগায় অনিরুদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

শর্মিলা— পারবে তুমি তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর গলায় চাকু মারতে?

সিদ্ধার্থ—আমার সঙ্গে বেইমানি করলে আমি কাউকে রেহাই দিই না।

শর্মিলা—দেখি তোমার হাতটা।

[শর্মিলা সিদ্ধার্থের হাত দুখানি খুলে দেখল]

—সত্য তোমার হাত বজ্রের মতো নিষ্ঠুর।

সিদ্ধার্থ— তোমার উপর যে অন্যায় করে তার নিস্তার নেই। এই হাত চিরকাল তোমার পাশে পাশে থাকবে।

শর্মিলা—জানি সিদ্ধার্থদা তুমি আমার এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারবে। আমি আর কাউকেই বলিনি, শুধু তোমাকেই বললাম।

[কানে কানে ফিসফিস করে বলবে অনিরুদ্ধের বিরুদ্ধে]

সিদ্ধার্থ— তুমি আর কাউকেই বলবে না, তার কারণ উপর দিকে থুথু ছুঁড়লে থুথু নিজের গায়েই পড়ে।

শর্মিলা— ঠিকই বলেছ উপর দিকে থুথু ছুঁড়লে নিজের গায়েই পড়ে। তাই তো কাউকে কিছু বলিনি।

সিদ্ধার্থ— ঠিক আছে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারব ব্যবস্থা করব।

শর্মিলা— যদি আবার তোমার হাত থেকে বেঁচে সে আসে। —তবে আমার আর নিস্তার থাকবে না, তুমি যেন ওকে সমূলে ধ্বংস করো।

সিদ্ধার্থ— তোমার জন্যে আমি সবই করব, তবে তারপর তুমি যেন সরে যেয়ো না, সে হবে চরমতম বিশ্বাসঘাতকতা।

শর্মিলা— আমার মনোভাব সে রকম নয়। তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলতাম না…জান আমার ইচ্ছা আছে শয়তানটাকে সরিয়ে দিয়ে তোমাতে আমাতে অনেক দূরে বেড়াতে যাব।

সিদ্ধার্থ—ঠিক আছে, তাই হবে। তোমার আমার জীবনে ফুটে উঠবে সুখের তারা, আমরা ভেসে চলব একটা সুখের তরীতে, যেখানে থাকবে শুধু ভালবাসা আর ভালবাসা।

[প্রস্থান]

শর্মিলা— ইঁদুর মারা কল। হেঃ হেঃ হে—ক্রীম ক্রেকার বিস্কুট বাঁধা দেখে ছুটে চলে এসেছে, কিন্তু স্প্রীংটা যে ঢিল করা আছে তা তুমি জান না। যেমনই ঠোকর মারবে অমনিই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে! ধন আমার হেঃ-হেঃ চেন না আমার রূপ। আমার দেহের জন্যে তুমি ছুটে এসেছ। মনে আছে চাঁদু তুমি আমার বাবাকে হত্যা করেছিলে, সামান্য একটা পুকুরের লোভে। মামলায় জেতার পর বাবা আর দখল পান নি। তুমি আমার সমস্ত সুখ জলে ফেলে দিয়েছ— আজ আমিও দেখছি তুমি কোথায় থাক।

[প্রস্থান]

[শালিকের প্রবেশ]

শালিক— অন্ধকার পথ হতে আমি
তোমাকে নিয়ে যাব বহু দূরে,
সৌদামিনীর অলোতে অম্বরে।
না হয় স্বচ্ছ কুসুমাসারে শঙ্করীর বেশে
বিরাম মন্দিরে—
হয়ত পড়বে ক্যাকটাসের মরুভূমি—
তারপর! তমোহা কোন
রক্তের দেশে— [কবিতা, নাট্যকার]

[দ্রুত হরর প্রবেশ]

হর— চমৎকার—না হয় চির নিশাবৃত কোন গহ্বরে।

শালিক—গহ্বর কেন? কোন ম্যানসনে, যেখানে তোমার আমার দুজনের শোভায় ফুটে উঠবে একটা নবজাতক। তাকে নিয়ে বেড়াতে যাব ছোট্ট একটা শান্তির দ্বীপে। সে সমুদ্রের ধারে খেলে খেলে বেড়াবে। আর তোমার আমার মনকে একটা সরল রেখায় বেঁধে চালিয়ে দেব নীল দরিয়ায়।

হর— সেখানে কি দেখবে?

শালিক— তুমি দেখবে আমাকে। আর আমি দেখব তোমাকে।

হর— ছোট্ট একটা কাঁচের চশমার ফাঁক দিয়ে দেখব একটা সমাজ। যেখানে নেই কোন হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, মারামারি। আছে বসন্তের কোকিলের গান, আছে বর্ষার বর্ষণধারা, শরতের মেঘের বিদায় সন্ধ্যা, শীতের শিশির। আর মানুষের ভালবাসা।

[ছোট্ট করে চুম্বন দিল]

হর— ধেৎ! তুমি আচ্ছা পার। তোমার কাছে এলে মনে হয় কবি না হয় গায়ক হয়ে যাব।

শালিক— কবি বা গায়ক হওয়া কি তোমাদের চোখে খারাপ নাকি? আমার মনে হয় তোমরা পছন্দ কর না। কারণ আমরা কিছুটা উদাসীন।

হর— ঐ ঔদাসীন্য যদি সংসারের বুকে দারিদ্র্য নিয়ে আসে তাহলে নিশ্চয়ই ভালবাসব না। তবে কবি গায়ক ক'জনই বা হয়।

শালিক— তুমি আমার প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছো। কিন্তু তুমিই আবার আমাকে নিয়ে যাবে কঠোর সংসারের পঙ্ক কুঁড়ে। কি বিচিত্র তোমাদের লীলা!

হর— নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। ঘরে ভাতের চাল থাকবে না। আর তুমি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে গান করে যাবে। এ আমার অসহ্য! হ্যাঁ বলি তুমি সব গুছিয়ে কাজ করবে কিছুই বলব না।

শালিক— সব গুছিয়ে কি সাধনা করা হয়? সাধনার মধ্যে সবই অগোছাল ··· বলি শোন, আমার পথে কিন্তু আমি চলব। তবে তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না।

হর— ঠিক বলছ? আমাকে আমার পথে যেতে দিতে হবে।... তোমার সাথে মাঝে মাঝে ঝগড়া করব। কেমন লাগবে বল তো?

শালিক— সকালের মেঘের মতো। সে ঝগড়া আবার মিটে যাবে, আবার পূর্বের অবস্থা ফিরে আসবে। এই তো জীবন।

হর— তুমি ভীষণ রাগ করবে। আমি রাধা হয়ে মান ভাঙাবো।

শালিক— তোমার পা দুখানি আবার মাথায় নিতে হবে না তো ?

হর— দরকার হলে নিতেও হবে।

শালিক— যা কর তাই কর। আমাকে কিন্তু গাইতে দিতে হবে।

হর— নিশ্চয়ই তোমার কণ্ঠ হতে কোন দিনই গান কেড়ে নেব না। আমি সমস্ত সহ্য করেও তোমার সাধনা চালাতে বলব—। আচ্ছা তোমার কণ্ঠে সেই বেহাগের সুরটা শুনছিলাম একবার গাও না—

শালিক— গাইব—

সা গা মা পা নি র্সা
র্সানি ধাপা মাপা গামা রেসা।

হর— চমৎকার—চমৎকার ক্ল্যাসিক ছাড়া ভাল লাগে না।

শালিক— আজকাল আবার ক্ল্যাসিক চলে না।

হর— ক্ল্যাসিক বোঝে ক'জন। যারা বোঝে তারা ঠিকই পছন্দ করবে।

শালিক— তাহলে তুমি ক্ল্যাসিক পছন্দ কর। আমি ভেবে-ছিলাম—তুমি আধুনিকই বেশী পছন্দ কর, কারণ তোমার চেহারা, পোশাক দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুবই আধুনিক। আমাদের দেশের লোকেরা অবশ্য সব জিনিসই বোঝে। নিজেদের কি সহজে হেলায় হারিয়ে দেয় না। অবশ্য এ দেশের ব্যাপার অন্যরকম। অনুকরণ করতে পারলে কিছুই চায় না।

হর— সমস্যাটা তো ওইখানেই। আমি যদি একটু মডার্ণ হই তাতেও ধিক্কার। একটু ভাল হয়ে চললেও ধিক্কার, কি করি বল তো ?

শালিক— তোমাকে তোমার পথে চলতে হবে। তাতে যে যাই বলুক, দেখবে বলতে বলতে একদিন মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তোমার যদি প্রকৃত আদর্শ থাকে তা সবাই অনুসরণ করবে।

হর— ঠিক বলেছ। আমিও তাই করব।

শালিক— বাই দি বাই, একটা কথা বলছিলাম। যদি কিছু মনে না কর—

হর— বলে যেল—

শালিক— বলছিলাম আমি একজন বিদেশী মুসলমান, তোমার কোন এজিটেশন আসবে না তো ?

হর— এ ধরনের কথা কেন বলছ ? আমার সে ধরনের মনবৃত্তি থাকলে আমি তোমার কাছে আসতাম না।

শালিক— মানে ধর, যার সাথে চিরকাল থাকতে হবে, তাকে একটু যাচাই করে নেওয়াই ভাল।

হর— কিন্তু এ কি ধরনের যাচাই ? তার মানে তোমার মন সংকীর্ণ। তোমরা আসতে পার না। তোমরা বাধা দাও। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার আমার প্রতি করুণা সৃষ্টি হবে।

[চোখের জল মুছল]

শালিক— হর তুমি চোখের জলে একটা শিক্ষা দিলে। তুমি অত দূরে সরে যেয়ো না। কাছে এস – আমার কাছে এস।

হর— না, তোমার কাছ থেকে আমি অনেক দূরে সরে যাব। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই চলে যাব। কি দরকার আমার মতো একটা অপদার্থকে তোমার কাছে টেনে···।

শালিক— ভুল অর্থ করলে হর, ভুল অর্থ করলে। চেয়ে দেখ আমার মুখের দিকে, আমার ভালবাসা কত গভীর। হর তোমার কাছে না হয় ক্ষমা চাইছি।

শালিক— [কাছে এসে] কেন তুমি তো আমার কাছে কোন দোষ করনি। আমি কি জানি জান—আমি জানি তুমি আমার—তুমি শুধু আমার।

হর— হাঃ-হাঃ-হাঃ—বুঝতে পেরেছি—সব বুঝতে পেরেছি—আমাকে আর বোঝাতে হবে না।... ..তবে একটা কথা আমাকে কিন্তু সিঁদুর পরিয়ে শাঁখা পরিয়ে বিয়ে করতে হবে।

শালিক— কেন আমাদের মতে বিয়ে করবে না ?

হর— না. বিয়ে তোমাকে আমাদের মতেই করতে হবে।

শালিক— তোমাকে যখন সত্যই ভালবেসেছি তখন তুমি যে

ভাবে বলবে আমি সেই ভাবেই করব। কিন্তু তোমার মা-বাবা আপত্তি করবেন না তো?

হর— তাতে তোমার ভয় কি—সে চিন্তা করব আমি। চিরকাল মা বাবার কোলে মাথা গুঁজে থাকলে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। মা বাবারা ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেয়, যারা যে ভাবে উঠতে চায় তাদের সেভাবে উঠতে দেওয়া দরকার। কিন্তু কোন জাতির কোন গোঁড়ামী থাকা উচিত নয়। এতেই হবে সভ্য সমাজ। আমার মতে সংকীর্ণতাই অসভ্যতা।

শালিক— কিন্তু তোমাকে যারা মানুষ করেছেন তাঁদের কথা তুমি ফেলে দেবে?

হর— মানুষ করা তো কর্তব্য। তাই বলে সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আমার রুচি নিয়ে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব এটাই আমার চরমতম জয়।

শালিক— চমৎকার! এই তো চাই। মায়ের কোলে মাথা গুঁজে চিরকাল সভ্য বালিকার মতো থাকলে তোমার দ্বারা কিছুই হবে না, বাধা আসবে—যেমন—তোমার বাধা অনিরুদ্ধ, বৈদ্যকাকা।

হর— অনিরুদ্ধের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় ওর জীবন নিয়ে টানাটানি, আর বৈদ্যকাকা একটা ভণ্ড। ওকে আমরা মানি না। কিন্তু তোমার বাবা……।

শালিক— আমার বাবা একটা জলের বাঁধ। পুরুষ মানুষ। তারপর স্বনির্ভরশীল। ছোট্ট একটা নালা করে দেব জল দাঁড়িয়ে চলে যাবে…হ্যাঁ হর, বাধা সব চেয়ে বড় এই বিবেকের। একে মানাতে পারলে সব ঠিক।

হর— এই বিবেকটাকে অনেক দিন আগেই মানিয়ে নিয়েছি। ও আর বাধা দেবে না……এবার আমাদের চরম উত্তরণ ……চরম উত্তোরণ—

শালিক— সা নি ধা গা সা
সা—গা—পা—সা

উভয়ে আ—আ—আ আ—আ— [প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

[সিন্ধার্থের বাড়ী। মৃদু লাইট জ্বলছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিন্ধার্থ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।]

[শর্মিলার প্রবেশ]

শর্মিলা— [আসতে আসতে এগিয়ে যাবে। সিন্ধার্থের কাছে যেতেই কেঁদে উঠবে]

সিন্ধার্থ— [চমকে উঠে] কে ?...শর্মিলা

শর্মিলা— [কেঁদে বুকে পড়ে] আমার সর্বনাশ করলে।

সিন্ধার্থ— কে ?

শর্মিলা— অনিরুদ্ধ।

সিন্ধার্থ— অনিরুদ্ধ ! আবার !...[বুক থেকে শর্মিলাকে সরিয়ে দিয়ে] এত বড় স্পর্ধা।

[অনিরুদ্ধের প্রবেশ]

অনিরুদ্ধ— কন্‌গ্র্যাচুলেশন মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড্‌।

সিন্ধার্থ— শয়তান। আমার উপর হাত চালালি।

অনিরুদ্ধ— কি ব্যাপার বলবি তো।

সিন্ধার্থ— জানিস না, ঐ দেখছিস কি অবস্থা করেছিস—

[শর্মিলার দিকে তাকিয়ে]

অনিরুদ্ধ— আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু বল না।

সিন্ধার্থ— তুই শর্মিলার শ্লীলতা হানি করেছিস।

অনিরুদ্ধ— ছি—ছি—এ তুই কি বলছিস ?

শর্মিলা— লজ্জা লাগে না। ঘাটে একা পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারল না। আমার সর্বস্ব লুট করল [কান্না শুরু করল]

অনিরুদ্ধ— শর্মিলা ! তোমার মাতৃহৃদয় আজ কেন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল ?...শর্মিলা তুমি কত করে আমাকে ভুলালে। তোমার অনুরোধে হরর পথ হতে সরে এলাম। আর আজ তুমি এমন একটা জায়গায় ফেলে দিলে যেখানে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

সিদ্ধার্থ— শয়তান আমার হাত হতে তোর আর নিস্তার নেই। তোর জীবনের সমস্ত আশা, ভরসা আমি হতাশার অতল গর্ভে তলিয়ে দেব। ...বল শর্মিলা তুমি কি ধরনের শাস্তি চাও।

শর্মিলা—শত্রুর শেষ চাই। যাতে সে আর কোন দিনই আমার দিকে তাকাতে না পারে, সে যেন আর কোন দিনই অশ্লীল মন্তব্য আমার দেহের প্রত্যেকটি রোমকে শিহরিত না করতে পারে।

অনিরুদ্ধ— দেখ শর্মিলা তোমাকে আমি কি কিছু বলেছি, বরং তুমিই সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে আমাকে যা নয় তাই বললে। কিন্তু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলিনি। তোমার সমস্ত কথা মনের মধ্যে ভরে রেখে দিয়েছি। কিন্তু কেন তোমার এই মন্তব্য?

শর্মিলা— লজ্জা লাগে না, যা মন তাই বলতে।

সিদ্ধার্থ— ছি—ছি—ছি অনিরুদ্ধ তোর মধ্য হতে এ সমস্ত কথা কি করে এল?

অনিরুদ্ধ— সিদ্ধার্থ, খবরদার যা মুখে আসে তাই বলবি না, আগে জানবি আমার দোষ কোথায়, তারপর কথা বলবি।

সিদ্ধার্থ— আমার মুখের উপর কথা! জানিস আমি তোর বাবা—

অনিরুদ্ধ – সাবধান, ফের বাবার নাম আনলে তোর জীবনের শেষ দীপ শিখা ধুলায় লুটিয়ে দেব।

সিদ্ধার্থ— তবে রে শালা [পকেট থেকে ছুরি বার করে অনিরুদ্ধের পেটে বসিয়ে দিল]

অনিরুদ্ধ— সিদ্ধার্থ ভুল করলি—তুই আজ বুঝতে পারলি না তোর জীবনেও হয়ত আমার মত দিন আসবে সেদিন বুঝতে পারবি।

...আ—আ—সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম ··কিন্তু ভগবান আমার দোষ কোথায়?···আ···আ... ভ্রমর তুমি লুকিয়ে আছ অন্তরে অন্তরে···আ মৃত্যু... সিদ্ধার্থ ভুল করলি···আ···আর শব্দ হচ্ছে না···

শর্মিলা "ভাল থেকো" তোমাকে কেউ নষ্ট করতে পারবে না—বিদায়—

[মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর মূর্চ্ছা]

শর্মিলা— অ্যাঁ...হ্যাঁ...হাঃ-হাঃ কেমন ঠিক হয়েছে অ্যাঁ-হাঃ-ঠিক-ঠিক হয়েছে—

সিদ্ধার্থ— শর্মিলা, আমার এখানে অপেক্ষা করা উচিত নয়। আমি লাশটার ব্যবস্থা করি। পরে তোমার সঙ্গে সমস্ত কথা হবে...

[প্রস্থান অনিরুদ্ধের দেহ নিয়ে]

শর্মিলা—হাঃ-হাঃ-হাঃ-চমৎকার সামান্য একটা অঙ্গুলি হেলনে কোথায় চলে গেল। এরপর আর এক খেলা...

[দ্রুত বিক্রমের প্রবেশ]

বিক্রম— সে খেলার নায়ক কে হবে?

শর্মিলা— কেন তুমি?

বিক্রম— দেখছিলাম তোমার সমস্ত কার্য। তোমার রাজনীতির কাছে একের পর এক সব কোথায় উড়ে যাচ্ছে।

শর্মিলা— দেহটি পুড়িয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার আগে সিদ্ধার্থকে পুলিশের হাতে তুলে দিলে কেমন হয়?

বিক্রম— অত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিতে গেলে তোমার ক্ষতি হবে, তুমিও জড়িয়ে পড়বে।

শর্মিলা— এখন ওকে গভীর ভালবাসা দিয়ে বুকের কাছে টেনে আনতে হবে। তারপর কোমর হতে চাকু বার করে পেটের ভেতর বসিয়ে দিয়ে আমি হব—হাঃ-হাঃ-হাঃ—ইতিহাস। গাল্‌ভ—তুমি জাল বুনে যাও মাছ ধরব আমি। কোন ভয় নেই তোমার। আমি চিরকালই থাকব।

শর্মিলা— চিরকাল মানে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত?

বিক্রম— কার মৃত্যু আগে হবে বলা যায়!

শর্মিলা— যার মৃত্যু আগে হোক আর পরেই হোক দুজনে পাশাপাশি থাকব—আমৃত্যু।

বিক্রম— এটাই আমার জীবনের আদর্শ যে আমি কোন দিনই বিশ্বাসঘাতকতা করি না।

শর্মিলা— আমি কি বিশ্বাসঘাতক ?

বিক্রম— তোমার কথা তো বলিনি। বলছি আমার কথা। চল এখানে বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়।

শর্মিলা— [মাটির দিকে তাকিয়ে থাকার পর। মুখ তুলে বলল] চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

[স্থান—শালিকের বাড়ির বৈঠকখানা]

[হর এবং শালিকের প্রবেশ]

শালিক— ঠিক আছে—ঠিক আছে—আমি তোমার মতেই বিয়ে করব। তোমার বাবার—বৈদ্যকাকার কোন বাধা মানব না। আর পথের সব চাইতে বড় কাঁটা অনিরুদ্ধ যখন সরে গিয়েছে তখন আর কোন ভয় নেই।

হর— হ্যাঁ—অনিরুদ্ধকে শর্মিলা বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তুমি বৈদ্যকাকাকে সরিয়ে দিতে পার না ?

শালিক—পারি সবই, কিন্তু আমার তো কিছু ক্ষতি করেনি, ও ওর ধর্ম নিয়ে চলতে চায়—ও চলুক। তুমি ইচ্ছে করলে মানবে না।

হর —ঠিক বলেছ, ও ওর পথে চলুক! ও আঁকড়ে ধরে থাক সংস্কার। আমি মানব না। আমার যদি ক্ষতি হয় তবে মানব কেন ?

শালিক— সংস্কার ধরে থাকলে তোমার ক্ষতি হবে। তোমাকে তোমার পথ তৈরী করতে হবে। তবে নিজকে অপরের কাছে বিকিয়ে দিয়ে নয়।

হর— তার মানে ?

শালিক— মানে অপরকে আপন করবে নিজের স্বার্থের জন্যে— অপরের স্বার্থের জন্য নয়।

হর— স্বার্থটা তোমার কাছে খুবই বড় দেখছি।

শালিক— স্বার্থকে বড় না করলে—কাজের সার্থকতা আসে না।

হর— বুঝেছি তোমাকে আমি পেয়ে তোমার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করব।

শালিক— না, আমাদের দুজনের প্রচেষ্টায় আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব।

হর— তুমি আপন মনে বিহাগ সুর টেনে যাবে। সেতারের তারে তারে ফুটে উঠবে আমাদের জীবন রাগিনী। আমি তোমার সঙ্গে আ-আ করে সুর মিলিয়ে যাব।

শালিক— হেঃ-হেঃ-হেঃ বিয়ের পর আমরা আমেরিকায় যাব। সেখান থেকে নিউইয়র্ক, ওয়াসিংটন ঘুরে আসব। অনেক কিছু দেখার আছে, শেখার আছে…ইয়োলো পার্কে যাব। মনোরম জায়গা, তোমার মন ভুলে যাবে।

হর— আমি কিন্তু বাঙালী বধূর বেশে যাব।

শালিক— কেন তুমি আধুনিক হবে না? ওদেশের পোশাক পরবে না?

হর— না।

শালিক— লোকে দেখে হাসবে। কারণ এখান থেকে যারা যায় তারা সবাই ওদেশের পোশাক পরে।

হর— কেন আমি এদেশের কিছু দেখাতে পারব না?

শালিক— কিন্তু এদেশ থেকে ওদেশ আরও অনেক উন্নত ও দেশের মাটিতে টাকা পড়ে থাকে। ও দেশের মানুষ নিত্য নতুন আধুনিকতা সৃষ্টি করে। যার জন্যে সারা বিশ্বে আজ ওদের এত নাম।

হর— আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা কি এতই খারাপ যে, আমাদের কিছু দেব না?

শালিক— রাগ করো না প্রিয়। তুমি তোমার সমস্ত কিছুই নিয়ে যাবে, ও দেশের মাটিতে সেই হবে তোমার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

হর— তবে! এতক্ষণ তুমি আমাকে অন্য কথা বোঝাচ্ছিলে। আমি আমাকে নিয়ে যাব তোমাদের দেশে। [শাঁখা ও সিঁদুর কৌটা বের করে বলল] এই দাও পরিয়ে দাও—

[শালিক সিঁদুর হাতে সিঁথিতে দিতেই]

[বৈদ্যকাকার প্রবেশ]

বৈদ্য— সর্বনাশ করলে—সর্বনাশ করলে—ওঁ গঙ্গা—ওঁ—হরি —হেম দৌড়ে এস ! জাত কুল গেল, মান ইজ্জত আর কিছুই থাকল না। ছি-ছি—ছি-ছি—গলায় দড়ি দিয়ে মরগা—

হর—হাঃ হাঃ হাঃ সংস্কার—

[মাথা নিচু করে হরির প্রবেশ]

হরি— মানলি না—শেষ কালে এত নীচে নেমে গেলি। দুধ-কলা দিয়ে শেষ কালে কাল-সাপ পুষলাম।

হর— বাবা তুমি আমাকে সুবোধ মেয়ের মতো কতদিন ধরে রাখবে ? আমায় কি কোন স্বাধীনতা দেবে না ?

বৈদ্য— স্বাধীনতা মানে তোর এই কীর্তি ! আমার যদি মেয়ে হতিস তোকে আমি গুলি করে মারতাম।

হর— তুমি আমায় কোন কথা বলবে না। পৈতা আর চৈতন রাখলেই একেবারে সাধু হয়ে গেলে ?

হরি— তোর স্পর্ধা দেখে আমার মাথার প্রত্যেকটি চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে। খবরদার বৈদ্যের সাথে কিছু বলবি না।

[কাঁদতে কাঁদতে হেমের প্রবেশ]

হেম— বলার আর কিছু নেই

[হেম হরর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চোখ হতে জল পড়তে থাকে। হর মাটির দিকে তাকিয়ে রইল]

হরি— হেম চোখের জল মোছ। চল চলে যাই বদরিকায়। শীতকালে বরফে ঢাকা পড়ে যাব,কেউ কোন কথা বলতে পারবে না।··· কিন্তু হেম ?...

হেম— কি সর্বনাশ করলি। তুই ফিরে আয়। আমরা তোকে নিয়ে চলে যাব বহু দূরে—

শালিক— হর ভিতরে যাবে নাকি ! আর থেকে কি হবে। কিন্তু শর্মিলা আর গালভের সঙ্গে দেখা হল না।

হেম— থাম না, হর ফিরে আয়—

[হাত ধরে কাঁদতে লাগল]

হর— মা তুমি আর মায়া বাড়িয়ো না। আমার রাস্তা আমি তৈরী করেছি। আমায় সরে যেতে দাও।

হেম— হর।

হর— আমি তোমার হরই থাকব। শুধু এঘর হতে ও ঘরে যাচ্ছি—এতে কান্না কেন মা ?

বৈদ্য— সোজা পথে গেলে কিছুই হয় না।

[বিক্রম ও শর্মিলার প্রবেশ]

বিক্রম— পথ সোজা বাঁকা আপনারাই করেছেন।

[হর ও শালিক এক সঙ্গে]—এস বিক্রমদা, এস শর্মিলা।

বৈদ্য— ছোকরার কথা শুনে মনে হচ্ছে বিরাট বোদ্ধা। যোগে বিয়ে হলে তোমার মতো আমার একটা নাতি হত হে ছোকরা! আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না।

হর— বিক্রমদা ছেড়ে দাও। তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। যাক তোমরা চলে এসেছ।—আমাদের কাজ শেষ— চললাম— [হর এবং শালিক প্রস্থানে উদ্যত]

হরি ও হেম— যাস না মা ফিরে আয়—ফিরে আয়—

হরি ও হেম— হর যাস না – একবার তোর পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ – তোর মায়ের দিকে—

[দ্রুত মঙ্গলের প্রবেশ]

মনের ভিতর বাঁসা বেঁধে বসে ছিলাম—
ভেঙে দিল এক ঝড়ে।
আলগা বাঁধন দিয়ে বাঁধা লাঠি
ফসকে যায় আপনাতেই,
পড়ে থাকে খালি কাঠিরে।

* * *

ভেঙে পড়া মনটি আমার
বাধে না বাধা—
জীবন সুরে লেগে থাকে সেই ব্যথা।
ঘুমের ঘোরে জাগে আঁখি।
ডাকি তোমায়—হে অহংকার—
কান্না আর নয় সবই হাসি কথা।

হর— মঙ্গল বলে যা বলে যা—থামিস না।
হরি— পারা যায় না—পারা যায় না—
হর— বিদায়—মা—বিদায় বাবা—তোমরা ফিরে যাও।

[হর এবং শালিকে প্রস্থান]

বৈদ্য— সর্বনাশ করলে—সর্বনাশ করলে—হতভাগী সর্বনাশ করলে। আরও পাপ যাবে না।

শর্মিলা— পাপ কোথায় তোমার। মন কে অত ছোট্ট করছ কেন?

বিক্রম— দুর্বলরা এই ভাবে মনকে ভেঙে ভেঙে শেষ করে দেয়।

শর্মিলা—এই দুর্বলের দলেই তো আমরা। তাই আমাদের আজ এই অবস্থা।...মাসীমা মেসোমশাই দুঃখ করে আর কি হবে। যা হবার তা হয়েই গেছে। যান ফিরে যান। মন শক্ত করে আবার সংসার যাত্রা শুরু করুন।

হেম— তুই আর কথা বলিস না। তোর সান্ত্বনা আমার কানে বিষের মতো লাগছে। তুই খুনে বদমাইস।

বৈদ্য— হরে-রাম—হরে রাম—কি কাল এল বাবা। আমাদের সময়ই ভাল ছিল। তার চেয়ে আরও ভাল ছিল কৌলিন্য প্রথা—সতীদাহ। সনাতনের একটা ঐতিহ্য ছিল। আর থাকল না—গঙ্গার মা তুমি চলে গিয়ে ভালই করেছ। তুমি বেঁচে থাকলে হয়ত সহ্যই করতে পারতে না—ভগবান তোমারই লীলা— [প্রস্থান]

হরি— চল হেম, আমাদের বিদায়ের পথে। যেখানে বিশাল সমুদ্র ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ছে—যেখানে বিশাল বরফ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেইখানে—

হেম— তাই চল—কিন্তু চোখের জল মুছতে পারব না।

বিক্রম— দেখুন মাসীমা, আপনার মেয়ে মারা যায়নি। ও ইচ্ছা করলে আবার ফিরে আসবে। কাঁদলে আপনার মেয়ের অমঙ্গল হবে। সেটা কি আপনি চান?

হেম— আমার একটা মেয়ে। তাকে নিয়ে আমার সুখ আহ্লাদ। আমার কত উচ্চ আশা ছিল।

হরি— সে আশা তোমার মনের মধ্যেই থাক। আবার পরজন্মে সেই আশা মেটাব। তবে যেন আর মেয়ে না হয়। ছেলেই ভাল।

শর্মিলা— কেন মেয়েরা কি তুচ্ছ ?

হরি— তুচ্ছ নয়। তবে বড় বিপদের। পদে পদে বিপদ ডেকে আনে।

বিক্রম— এটা আপনাদের দেশেই। অন্য দেশের কথা আলাদা।

শর্মিলা— আমরা কি সে দেশের মতো হতে পারি না? আমাদের কি নেই ?

বিক্রম— তোমাদের সবই আছে। অথচ তোমরা পার না— পার না—তার কারণ সংস্কার।

হেম— আমাদিকে সংস্কার মানতে হবে না ? পূর্ব পুরুষেরা যা করেছে আমাদের তা করতেই হবে।

বিক্রম – তার জন্যেই আপনারা মার খাচ্ছেন। সকলের কাছে উদার হাত বাড়িয়েদিয়ে নিজেকে ফাঁকা করে ফেলেছেন।

হরি – তোমাকে আর কিছু বোঝতে হবেনা হে ছোকরা,আমরা সব বুঝেছি। চল হেম,আমাদের এই শান্ত নির্জন কুঁড়ে ঘর ছেড়ে বহুদূরে—বহুদূরে।

হেম— তাই চল, না—আর নয় ঠাকুর। তোমাদের আর ডাকব না। তোমাকে যতক্ষণ ডাকব তার চেয়ে নিজের কাজ করব। তোমাকে ডাকতে আমার সব নিলে।

হরি— নিয়ে যাক আমাদের সব কিছু—নিয়ে যাক আমাদের কুল মান।

হেম— আজ আমাদের পাশে এসে কেউ দাঁড়াল না। হর তুই একবার মুখ ফিরে তাকালি না। বড় পাষাণ তোর হৃদয়।

হরি— ওর হৃদয় নিয়ে তোমার কি হবে? ওর নিজের রাস্তা নিজে তৈরী করেছে। চল আমাদের মরুভূমির পথে,—

হেম— মরুভূমি কি, সাগরের পথে যাব।

হরি— মরুভূমিতে সাগর নিয়ে আসবে তোমার চোখের জল।

হেম— ভগবান—মৃত্যু দাও—এ মুখ যেন আর কেউ দেখতে না পায়।

[উভয়ের প্রস্থান চোখের জল ফেলতে ফেলতে]

বিক্রম— চোখের জল এত সোজা। যে কোন কাজেই চোখের জল ফেলে। নিজের ইচ্ছায় নিজের পথ তৈরী করেছে তাতেও চোখের জল!...আচ্ছা শর্মিলা, মৃত্যু হলে কি করবে?

শর্মিলা— মৃত্যুর চোখের জলের রঙ কালো। আর এখন যে জল বেরুচ্ছে তার রঙ লাল।

বিক্রম— চমৎকার তোমার চিন্তা শক্তি—হঃ-হঃ-হঃ সুন্দর তোমার বর্ণনা।

শর্মিলা— জান বিক্রমদা, কনজারভেটিভ লোকেদের জন্য আমরা মার খাচ্ছি।

বিক্রম— কিন্তু কনজারভেটিভ না থাকলে দেশ চলবে কি করে? নিশ্চয় ওরা কিছু বুঝেছে।

শর্মিলা— বুঝেছে ছাই। বড় বড় বুকুনি। কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। নিজের হলেই হল। অপরে কি করে বাঁচবে, কি খাবে দেখার দরকার নেই।

বিক্রম— শিক্ষার ভাগ বাড়াতে হবে। মডার্ণ শিক্ষা দিতে হবে, তবে ধর্ম জিনিসটা অন্য ব্যাপার, আমি অবশ্য ধর্ম টর্ম মানি না। তোমরা কি কর তা জানি না।

শর্মিলা— ধর্ম আমি মানি। তবে গোঁড়ামী মানি না। দেখ না বৈদ্যকাকা কি কাণ্ডটা করলে।

বিক্রম— ও সনাতন ধর্মকে টিকিয়ে রাখতে চায়। তোমাদের আচার, সংস্কারের বুকে আঘাত হানলে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে তাই ও সংস্কারের প্রাচীর তৈরী করেছে।

শর্মিলা— কিন্তু আমাদের তো কোন সুব্যবস্থা নেই, কি খাব, কোথা দাঁড়াব, পড়ে পড়ে মার খেতে হবে?

বিক্রম— চোখ বুজে থাকার দিন নেই। চোখ খুলে দেখতে হবে—দেখতে হবে বিশ্বকে। সমস্ত জায়গার ভাল

জিনিস নিয়ে সৃষ্টি করতে হবে সমাজ—সেখানে কোথায় সংস্কার কোথায় সংকীর্ণতা— [প্রস্থান]

শর্মিলা— আসবে সেই দিন। সেই বৃক্ষের ফল রোপণ করে যাব। সেই বৃক্ষের ফল হতে আবার বৃক্ষ সৃষ্টি হবে আর আমি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—পাখী হয়ে মনের আনন্দে এখান হতে ওখানে ঘুরে বেড়াব—

[প্রস্থান]

[সিদ্ধার্থের প্রবেশ]

সিদ্ধার্থ— আমার এই রক্তাক্ত লাল হাতের ছাপ তোমার কপালে লাগাব—কোথায় তুমি শর্মিলা—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমার জন্যেই আমি আমার সব চাইতে প্রিয় বন্ধুকে সরিয়ে দিয়েছি।··না-না কেউ বুঝতে পারে নি। তারাপীঠ শ্মশানে সতের বৎসরের উলঙ্গ একটা যুবতীর পাশের চিতাটাই আমার উলঙ্গ বন্ধুর—অনেকে জিজ্ঞাসা করেছিল। শুধু আমার মুখ হতে বেরিয়ে এসেছে আমার শর্মিলা—কান্না আমি চেপে ধরেছিলাম। রক্তাক্ত জামা কাপড়গুলি নদীর জলে ফেলে দিয়েছি। তার রঙ হয়ে গিয়েছে লাল।······অনিরুদ্ধ···হাঃ-হাঃ-হাঃ— ······শর্মিলা—শর্মিলা—

[ভিতর হতে শর্মিলা—আমি তোমার পাশে পাশেই আছি। তোমার বুকের হৃদয়ের কাছে বসে আছি। দরকার হলে চেপে ধরব]

আমার বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। যেন মনে হচ্ছে··· একি অন্ধকার হয়ে গেলকেন ?—আলো—আরো আলো হ্যাঁ-হ্যাঁ আলো জ্বলে উঠেছে। আলো তুমি আর যেয়ো না। না-না-না-আমার কোন দোষ নেই। দোষ আমার এই প্রবৃত্তির। এই প্রবৃত্তির বুকে আমি—

[মঙ্গলের প্রবেশ]

মঙ্গল— কেন তোমার প্রবৃত্তিকে হত্যা করবে ? তুমি শক্ত হও। তোমার জন্যে তোমার ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে।

সিদ্ধার্থ— মঙ্গল !

মঙ্গল— আমি তো ক্ষ্যাপা। তোমাদের প্রত্যেকটি স্তর বিশ্লেষণ করাই আমার কাজ। কিন্তু তোমরা আমাকে চিনতে পারলে না—

সিদ্ধার্থ— পেরেছি—ঐ দ্যাখ আমার একমাত্র বন্ধুর মুখটি ভেসে আসছে। আমি আর ঠিক থাকতে পারছি না। আমার পাশে একজনের দরকার—যে আমার সমস্ত ভয় সঙ্কোচ দূর করে আমার বুকের ভেতরটা ঠিক করতে পারবে।

মঙ্গল— সে কে ?

সিদ্ধার্থ— সে শর্মিলা—আমার শর্মিলা

[ভিতর হতে শর্মিলার হাসি ভেসে এল]

মঙ্গল— এতে তুমি ভুলে যেয়ো না—বাবু।

সিদ্ধার্থ— মঙ্গল! আমাকে সে কথা দিয়েছে, পৃথিবী চলে গেলেও আমি কোন দিনই বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

মঙ্গল— নারীর মন বোঝা খুবই কঠিন। নারীর মন, স্বয়ং ভগবানও বোঝেন না। তুমি ভুল করো না।

সিদ্ধার্থ— না মঙ্গল—আমি শর্মিলার জন্যেই আমার পরমতম বন্ধুকে বহুদূরে সরিয়ে দিয়েছি—যে কোন দিনই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না—

মঙ্গল— তাহলে ডাক—

সিদ্ধার্থ— শর্মিলা—শর্মিলা—

মঙ্গল— কই তোমার শর্মিলা, জুতার দাগ গায়ে লাগলেও সত্য কথা বলব—চিরকাল সত্য কথা বলব।

সিদ্ধার্থ— না মঙ্গল তুই মিথ্যা কথা বলছিস। খবরদার, আমার শর্মিলাকে বিশ্বাসঘাতক বলবি না।

মঙ্গল— আমি কিছুই বলিনি। তুমি ডাকলেই বুঝতে পারবে। ...কতবার ডাকলে তা তোমাকে সাড়া দিল ?

সিদ্ধার্থ— শর্মিলা নিশ্চয়ই কোন কাজে আছে।...না হলে সাড়া দেবে না কেন ?

মঙ্গল— কই আবার ডাক।

সিন্ধার্থ— অ্যাঁ আবার ডাকব।—শর্মিলা—ও শর্মিলা—

[ভিতর হতে—তোমার শর্মিলা হারিয়ে গেছে। তোমার শর্মিলা মরে গেছে]

সিন্ধার্থ— অ্যাঁ—না-না কোন দিনই মরতে পারে না। আকাশে বাতাসে সব জায়গায় তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ। আর তুমি মরে গেছ?

মঙ্গল— মরে গেছে—হারিয়ে গেছে। কোথায় পাবি তারে।

[প্রস্থান]

সিন্ধার্থ— শর্মিলা...! বিবেক তুমি বাধা দিলে না, সূর্য— তোমার সামনে খুন করলাম চেপে ধরলে না,...না...মিথ্যা কথা, কোথা থেকে কার শব্দ ভেসে আসছে। শর্মিলা হতে পারে না—কোন দিনই হতে পারে না।

...শর্মিলা ফিরে আসবে—ঠিকই ফিরে আসবে। আমরা দুজনে ঘর বেঁধে সুখের সংসার তৈরী করব। হাঃ-হাঃ-হাঃ—মঙ্গল তুই মিথ্যা—তুই মিথ্যা—তুই মিথ্যা— [প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

[হরিমোহনের নতুন বাড়ীর অগোছাল উঠান]

[জীর্ণ পোশাকে হেম এবং হরির প্রবেশ]

হরি— হেম একি হল! মনে হচ্ছে যেন গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। কোথায় এলাম! তুমি ঠিক আছ তো?

হেম— ঠিক থাকতে দিল না। ভগবান!—কোথায় নিয়ে গেলে আমার একমাত্র মেয়েকে?

হরি— কোথাও যায় নি হেম, সে আমাদেরই মধ্যে আছে। কোন দিন না কোন দিন আমাদের মধ্যে আসবে।

হেম— যা হওয়ার তা হল, তুমি একবার যাও না। গিয়ে বল আমরা গ্রামের বাইরে বাস করছি। তুই চুপি চুপি আমাদের কাছে আয়—অনেকদিন হরর মুখ দেখি নি।

হরি— কিন্তু আসবে কি? হরু আমাদের ভুলেই গিয়েছে। যাক গো—আমাদের আর দরকার নেই—

হেম— ও কথা বলে!…তোমারও চোখে জল!

হরি— না—না—না জল কেন হবে?—জল নয়—আমি কাঁদব না—কোন দিনই কাঁদব না।

হেম— ভগবান—কৃপাময় তোমার কী লীলা! তুমি আমাদের জলে ফেলে দিলে।

হরি— জলে কেন ফেলবে! ভালই তো আছি। গ্রামের বাইরে ফাঁকা মাঠে। সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন ধর্ম নিয়েছি। তোমার আমার এই ধর্মের নাম মিলন ধর্ম। এখানে হরুর আসার তো বাধা নেই।

হেম— তাই তো বলছি একবার গিয়ে বল না। কি বলে দেখ না। না হয় বিক্রমকে নিয়ে যাও। ছেলেটি খারাপ নয়। ওর একটা হৃদয় আছে।

হরি— তাই করব। আমি খুঁজতে খুঁজতে যাব সেইখানে যেখানে আমার হরু তৈরী করেছে সুখের সংসার।

হেম— তুমি আর দেরি করো না গো, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। না হয় বিক্রমকে ডেকে নাও না।

[বিক্রমের প্রবেশ]

বিক্রম— আমাকে আর ডাকতে হবে না। আমি নিজেই এসেছি।

হেম— এই বাবা তোর মেসোমশাই একবার হরোর বাড়ি যাচ্ছে তুই নিয়ে যা।

বিক্রম— মেসোমশাইকে যেতে হবে না। আমি গিয়ে নিয়ে আসব।

হেম— না-না দুজনে যা। আমার আর মন মানে না। অনেক দিন দেখিনি।…জানিস ছোট বেলায় কত মেরেছি, দুপুরে আম তলায় যেতে দিই নি, কত কেঁদেছে, কাঁদতে কাঁদতে আমার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আপন মনে "শ্রীকান্ত" বইটি পড়ে গিয়েছি…বইটা এখনও আমার কাছে আছে। কিন্তু হরু…।

বিক্রম— আপনার হর আপনার কাছেই আছে। আপনি যখন বলবেন তখনই নিয়ে আসব। ওর জন্যে আপনারা চিন্তা করবেন না।

হরি— চল্ না বাবা দু'জনে যাই। ওর বাড়ি যেতে কোন মরুভূমি বা সাগর পড়বে না। আমি হরকে নিয়ে এই ফাঁকা মাঠে, লোকালয় ছেড়ে বাস করতে পারি না?

বিক্রম— কেন পারেন না! এটাই তো আপনার মহত্ত্ব। কোন জাত ধর্ম না দেখে শুধু মানুষ হিসাবে বিচার করে যদি আপনি বাস করতে পারেন সে হবে আপনার চরমতম জয়।

হেম— তাই করব বাবা—তাই করব, আমি জাত-ধর্ম কিছুই দেখব না। আমার হর কোথা পড়ে থাকবে আর আমি জাত নিয়ে জল খাব?

বিক্রম— হ্যাঁ মাসিমা, আমার ইচ্ছা শর্মিলাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসব এমনি একটা ফাঁকা জায়গায়।

হরি— বিক্রম!

হেম— তুই ও আসবি?

বিক্রম— কেন আসব না? কিসের ভয়? কিসের সঙ্কোচ?

হেম— তুই নতুন জিনিস শোনালি।

বিক্রম— নতুন জিনিস শোনানোর জন্যেই এসেছি।

হরি— শিখিয়ে দে বাবা—শিখিয়ে দে।

বিক্রম— সকলকেই শিক্ষা দেওয়া দরকার। যারা ভালবেসে ছুটে আসে তাকেও—যারা মজা লুটতে আসে তাদেরকেও।

হরি— আমাকে কি শিক্ষা দিবি?

বিক্রম— আপনার শিক্ষা হয়ে গেছে। আপনার আর শিক্ষার দরকার নেই।

হেম— থাক বাবা আমার হরকে একবার আমার কাছে এনে দে।

বিক্রম— ঠিক আছে মাসীমা আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি যেমন করেই হোক হরকে নিয়ে আসব। চলি—

[প্রস্থান]

হরি— হ্যাঁ-হ্যাঁ-আমার বিক্রম পারবে—ঠিকই পারবে। রাশিয়া নন্দন ফিরিয়ে আনতে পারবে, হরকে আমি বুকের মধ্যে বেঁধে রাখব—আর কোন দিনই ছাড়ব না—কোন দিনই ছাড়ব না—

হেম— বিক্রম সমাজের অনেক ভাল কাজ করেছে। সত্যই, ছেলে খুবই ভাল।

হরি— দেখি আমার হরকে ফিরিয়ে আনতে পারে কি না?

হেম— নিশ্চয়ই পারবে।

হরি— এস আজ আমরা 'হরিনোটের' আয়োজন করি।

হেম— কিন্তু পুরোহিত কোথায় পাবে। বিদ্য তো আর আসবে না।

হরি— না আসুক আমিই পুজো করে দেব।

হেম— তাই কি হয়। লক্ষণ বলে একটা জিনিস আছে। কতদিন পর বাড়ি ফিরছে। আজ কত আনন্দের দিন।

হরি— যদি না আসে?

হেম— তুমি ও ধরনের কথা বলোনা। চল আমরা হরিনামের আয়োজন করি—

[উভয়ের প্রস্থান]

[হরর বাড়ি। সিঁথিতে সিঁদুর পরে, হাতে শাঁখা পরে বঙ্গ বধূর বেশে হরো ও বিক্রম]

বিক্রম— দেখ হর তোমার মা বাবা তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছে। গ্রাম ছেড়ে সমাজ ছেড়ে একটা ফাঁকা মাঠে বাস করছে। তুমি একবার সেখানে চল। দেখা করে চলে আসবে।

হর— না বিক্রম-দা, এখন যাব না। ঠিক সময় হলেই যাব।

বিক্রম— এর আবার সময়-অসময় কি? মা বাবার সঙ্গে দেখা করেই চলে আসবে।

হর— না, এখন যাচ্ছি না। তুমি আমাকে অনুরোধ করোনা।

বিক্রম— কিন্তু তোমার বাবাকে কথা দিয়ে এসেছি! তোমাকে নিয়ে যাবই। তোমার মা বাবা তোমার জন্যে পুজোর আয়োজন করছেন। তুমি না গেলে সে পুজো হবে না।

হর— ও পুজোতে কি আমার অধিকার আছে?

বিক্রম— কেন অধিকার নেই? তুমি কি পার না আর একজনকে তোমার ঘরে আনতে? তুমি নারী বলে সব চলে যাবে? ...আমার অনুরোধ রাখ।

হর— রাখতে পারলাম না, তবে বল তোমার শর্মিলা কোথায়? শর্মিলার সঙ্গে একটা দরকার আছে।

বিক্রম— শর্মিলা বাড়িতেই আছে। কিন্তু হর তুমি আজ কথা রাখলে না। বড়ই দুঃখিত হলাম।

হর— বিক্রম দা, তোমার দুটি হাত ধরে বলছি, তুমি দুঃখ করবে না, আমার বিবেকের বাধা আমাকে মানতেই হবে, মা বাবা একটু ভালই আছেন, আমি গেলে তাঁদের লোকে থুতকার দেবে।

বিক্রম— কিন্তু কেন?

হর— নতুনকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না, তাই আমি গেলে সমাজের লোকে গ্রহণ করতে পারবে না, মা বাবার চোখের জল শেষ হয়ে যাবে। সেটা কি তুমি চাও?

বিক্রম— সত্য হর সে জিনিসটা তো চিন্তা করিনি।

হর— কিন্তু আমি করেছি। না হলে তোমাকে অনুরোধ করতে হয়! মুখে বললেই যেতাম।

বিক্রম— না আর বলব না, মাসীমাকে সেই ভাবেই বোঝাব।

হর— যাক। তোমার শর্মিলার খবর বল। তোমাদের কতদূর?

বিক্রম— হেঃ-হেঃ—আমি তো সব সময়েই প্রস্তুত। শর্মিলা রাজী হলেই হয়ে যাবে।

হর— শর্মিলা কি বলছে?

বিক্রম— না-না তেমন কিছু বলেনি।

হর— সেই দিনটার জন্যেই বসে আছি। শর্মিলার সঙ্গে দেখা হলে ভাল করেই বলব।

[শর্মিলার প্রবেশ]

শর্মিলা— যা বলার মুখের সামনেই বল।

বিক্রম— মেঘ না চাইতেই জল, এখুনি তোমার কথা হচ্ছিল।... আচ্ছা শর্মিলা হরকে দেখে বেশ ভাল লাগছে না? রঙটা বেশ পরিষ্কার হয়নি?

শর্মিলা— হবে না স্বামী সুখ কি সাধারণ জিনিস, কি বলিস হর?

হর— আসল কথাটা বলেছিলি। তাহলে তোর?

শর্মিলা— আমার কথা ছাড়। পায়ে এখন একটা কাঁটা ঢুকে আছে, সেটা তুলব তারপর।

হর— তাতে আর দেরি কেন?

শর্মিলা— দেরি আর হবে না, সব রাস্তা তৈরী করে রেখেছি।

বিক্রম— বাই-দি-বাই একটা কথা বলছিলাম—হরকে ওর মা বাবা দেখতে চেয়েছেন।

শর্মিলা— এখন যাওয়া ঠিক নয় পরে যাবে।

হর— আমিও তাই বলছিলাম।

বিক্রম— ব্যাপারটা আমিও বুঝেছি।

শর্মিলা— যাক তোর সংসার কেমন চলছে? কেমন আছিস?

হর— ভগবান যেমন রেখেছেন।

শর্মিলা— রাখারাখি তো তোদের কাছে, শালিকের গান কেমন চলছে?

হর— জোর কদমে, জানিস ওর একটা বই·বোধ হয় আমেরিকা হতে বেরুচ্ছে। বইটার নাম "লাভ-ইন্-লাভ"।

বিক্রম—দারুণ বই তো! কি ফ্যাক্ট?

হর— ভালবাসা।

বিক্রম— এই দেশে কেন বেরোলো না?

হর— পাবলিশার্স পায় নি। তবে ওখানে প্রচার হয়ে গেলে এখানে অনুবাদ করে দেবে।

শর্মিলা— গাল্‌ভ—দারুণ—দারুণ—চমৎকার আমরা খুবই আনন্দিত।

হর— দেখা যাক।

বিক্রম— সত্য তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। তুমি খুবই সুখী হবে। আমি তোমার সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। আমি মাসীমা মেসোমশাইকে একটু বুঝিয়ে বলছি।

[প্রস্থান]

হর— মা-বাবা খুবই কাঁদছে। এখনও ঠিক হয়নি।

শর্মিলা— আস্তে আস্তে সয়ে যাবে। ও নিয়ে চিন্তা করিস না।

হর— চিন্তা আমি করিনি।

শর্মিলা— বলছিলাম কি জানিস, আমার পায়ের কাঁটাটা সরিয়ে আমিও তোর মতো বেরিয়ে যাব।...আমার পাশে তো রাশিয়া নন্দন আছেই।

হর— তোকে কিছু বলে না ?

শর্মিলা— বলার বাকী কিছু নেই। আমার অনেক কাজ আছে। আমার যাওয়ার রাস্তার উপর বড় বড় পাথর সাজানো আছে। একের পর এক সেই পাথরগুলো সরিয়ে আমাকে রাস্তা তৈরী করতে হবে। চলি হর— বাই-বাই [প্রস্থান]

হর— চলার পথে বিপদ তো আসতেই পারে। সেই বিপদকে পায়ে দলিত করে নিজের রাস্তা তৈরী করতে হবে। না হলে সমস্যা আরও জটিল হবে—সমাজ আরও বিষময় হয়ে যাবে। একদল মানুষ শুধু মার খাওয়ার জন্যে থাকবে। তাদের কথা চিন্তা করা হবে না। মনে মনে তৈরী করে যেতে হবে চলার পথ—চলার পথ— [প্রস্থান]

[শর্মিলার বাড়ী]

[হাতে মালা নিয়ে দ্রুত সিদ্ধার্থের প্রবেশ]

সিদ্ধার্থ— শর্মিলা—ও শর্মিলা—দেখ আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। বহু অন্যায় করে বহু কষ্ট সহ্য করে আজও তোমার জন্যে জেগে আছি। তোমার সুন্দর কেশদাম অপূর্ব রূপ আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আমার সমস্ত কিছুই তোমার জন্যে আজ উৎসর্গ করেছি—আসবে না—শর্মিলা ?

[শর্মিলার প্রবেশ]

[শর্মিলার হাতে মালা এবং সিঁদুর কৌটো]

শর্মিলা— আমি এসে গেছি—কিন্তু এ কি তোমার রূপ ?

সিদ্ধার্থ— হাঃ-হাঃ-হাঃ—পেয়েছি—পেয়েছি—মঙ্গল তোর সমস্ত কথা মিথ্যা—তুই মিথ্যা। জান শর্মিলা তোমার মঙ্গল বলেছিল শম্ভুর আর আমাকে মনে নেই।

শর্মিলা—কিন্তু তোমার শরীর এত খারাপ হল কেন ?

সিদ্ধার্থ— শুধু তোমার জন্যে। জান শর্মিলা তোমার জন্যে অনেক রাত ঘুমাইনি। শুধু মনে হচ্ছে আমার চরমতম প্রিয়ার মুখখানা হতে বেরিয়ে আসছে সিধু আমাকে হত্যা করলি ? —জান শর্মিলা আমি পাগল হয়ে গেছি ওর জন্যে। কিন্তু এখনও আমার সান্ত্বনা কোথায় জান—শুধু তুমি—আমার শম্ভু।

শর্মিলা—তোমার ঐ বিবর্ণ শরীর, জীর্ণ পোশাক আমার পাশে মানাচ্ছে না!

সিদ্ধার্থ— না শর্মিলা আমি ভাল পোশাক পরব। শুধু তোমার মুখ থেকে একটু আশা পেলেই সব পালটে দেব।

শর্মিলা— হাঃ-হাঃ-হাঃ—সব পালটে দেবে।

সিদ্ধার্থ— তুমি হাসছ। তোমার হাসি বড় ক্রূর মনে হচ্ছে। ...না না শর্মিলা তুমি কিছু মনে করো না কালই সমস্ত পরিবর্তন করে ফেলব। জান আমার বন্ধুর জন্যে মাঝে মাঝে মনটা কি রকম করে উঠছে—

শর্মিলা— তাহলে তুমি হত্যা করলে কেন ?

সিদ্ধার্থ—কেন করলাম? জিজ্ঞাসা করছ···হাঃ-হাঃ-হাঃ চমৎকার!···দুটো পাখী এক টুকরো রুটির জন্যে মারামারি করছিল। কিন্তু একজন পেলে আর একজন পাচ্ছে না। তাই একজন সবল দুর্বলকে হত্যা করে রুটির দু টুকরোই ভক্ষণ করল।

শর্মিলা— চমৎকার?—হাঃ-হাঃ-রুটির টুকরো। হাঃ-হাঃ-হাঃ-তুমি তাহলে সবল—আর অনিরুদ্ধ দুর্বল! অনিরুদ্ধ কিন্তু তোমার চেয়ে বেশী প্রতিভাশালী ছিল। পড়াশোনায় নাকি খুবই ভাল ছিল—তোমার পাল্লায় পড়ে অনিরুদ্ধ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সিদ্ধার্থ— তাহলে তুমি অনিরুদ্ধকে পছন্দ করলে না কেন?

শর্মিলা— অনিরুদ্ধের তোমার মতো হিরোয়িক সাইড ছিল না। তাই তোমাকে আমার বেশী ভাল লাগে।

সিদ্ধার্থ— হাঃ-হাঃ-হাঃ—মঙ্গল তুই সব মিথ্যা। তোর বৃথা চিৎকার—তোর বৃথা গান।···শর্মিলা আবার দূরে কেন? কাছে এস।

শর্মিলা— কাছে যাওয়ার আগে তোমাকে বলছি তুমি কি আমার ভরণ-পোষণের ভার নিতে পারবে?

সিদ্ধার্থ— কেন পারব না? আমার বাবার যা আছে আমাদের দুজনের চলে যাবে।

শর্মিলা— আমার ট্যাটাস তুমি তো জান। আমার ট্যাটাস চালানোর ক্ষমতা কি তোমার আছে?

সিদ্ধার্থ—শর্মিলা এ কথা তো তুমি আগে বলনি।

শর্মিলা— তখন জানতাম তোমরা খুবই বড়লোক। কিন্তু এখন শুনলাম তোমাদের আর কিছুই নেই। আমার বাবার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া পুকুর আর কয়েক বিঘা ধানের জমিই তোমাদের সম্বল।

সিদ্ধার্থ— শর্মিলা!

শর্মিলা— ঠিকই বলছি। তুমি তোমার বাবার অবাধ্য ছেলে। তোমাকে যে কোন সময় তোমার বাবা ত্যাজ্য পুত্র করতে পারে।

সিদ্ধার্থ—তোমার মুখ থেকে কেন এ সব কথা আসছে শর্মিলা ?

শর্মিলা— কেন আসছে—আমি খাব কি ?

সিদ্ধার্থ— আমি যা খাব তুমিও তাই খাবে।

শর্মিলা— না, তা হতে পারে না। আমার খাবার জোগাড় করতে তোমাকে কাজে নামতে হবে।

সিদ্ধার্থ— তাহলে তুমি আসবে না। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে ?

শর্মিলা— বিশ্বাসঘাতকতা তুমিও অনেক আগে করেছ। মনে পড়ে বাবার সঙ্গে মিত্রতা করে পুকুর লিখিয়ে নিয়ে ফেরত চাইলে তার বুকে চাকু বসিয়ে দিয়েছিলে।

সিদ্ধার্থ— শর্মিলা !

শর্মিলা— সব মনে আছে—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছি, বহু কষ্ট করে মানুষ হয়েছি

সিদ্ধার্থ— তাহলে তোমার সেই পুরানো দিনের সমস্ত কথা মনে আছে। তুমি তাহলে আগে প্রকাশ করলে না কেন। আমি তোমার কাছে আসতাম না।

শর্মিলা— এটা আমার রাজনীতি। এ বোঝা অত সহজ নয়।

সিদ্ধার্থ— শর্মিলা তোমার জীবন আমার এই হাতের মধ্যে ভরা আছে। মাত্র একটি চাকুর ঘা।

শর্মিলা— সাবধান ওধরনের কথা বললে জুতিয়ে তোমার মুখ ভেঙে দেব।

সিদ্ধার্থ— শর্মিলা ! জান তোমার জন্যে আমি সব ত্যাগ করেছি। আজ তুমি যদি সরে যাও তাহলে আমরা দুজনেই একই চাকুতে মরব।

শর্মিলা— তোমার মতো সিদ্ধার্থ আমার এই বাঁ হাতের তলে ভরা থাকে।

সিদ্ধার্থ— তাহলে তুমি আসবে না।

শর্মিলা—না—

সিদ্ধার্থ— ঠিক আছে তোমার জীবনও আমি চিরদিনের মতো শেষ করে দেব।

[পকেট হতে চাকু বের করে বুকে বসাতে গেল]

[দ্রুত বিক্রমের প্রবেশ]

বিক্রম— খবরদার শয়তান। তোর যম এসে গেছে, চেয়ে দ্যাখ।

সিদ্ধার্থ— সাবধান, তুমি আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসবে না।

বিক্রম— আর এক পা বাড়ালেই তোর জীবন শেষ করে দেব।

সিদ্ধার্থ— তবে রে শালা—

[দুজনের মধ্যে মল্লযুদ্ধ শুরু হল, তারপর বিক্রম পকেট হতে চাকু বার করে সিদ্ধার্থের পেটে বসিয়ে দিল]

সিদ্ধার্থ— আঃ—শর্মিলা বুঝতে পারিনি তোমার ছলনা, তোমার হাতের মালা আমার হাতেই থেকে গেল।

শর্মিলা— পরিয়ে দাও তোমার হাতের রাঙা মালা।

সিদ্ধার্থ— না শর্মিলা আর নয়—এক বিরাট অন্ধকার আমার সামনে ঘনিয়ে আসছে, আলো তুমি আর জ্বলো না—

[মঙ্গলের প্রবেশ]

গান

গাঁথা মালা হল না পরানো,
নিভে গেল শেষ দীপ শিখা!
বুঝে দেখ তোমার কত পাপ
জমে আছে বুকের ভিতর,
তাই হতে হল চির শীতল;
আর হবে না দেখা।

সিদ্ধার্থ— মঙ্গল তুই সত্য—তুই সত্য আমার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা মিলিয়ে গেল, সত্যই শর্মিলার প্রচুর শক্তি। আঃ-আঃ—আর পারছি না চলি—এই নাও তোমার মালা তোমার প্রিয়তমার গলে দিও।

[মালাটি শর্মিলার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল]

মঙ্গল— অত সহজে জয় করা যায় না। এর উপরে মাখনের আবরণ থাকলেও ভেতরটা লোহার বর্মা দিয়ে ঢাকা। চল বাবা মদন চল—

[সিদ্ধার্থকে নিয়ে মঙ্গলের প্রস্থান]

শর্মিলা— আমার কাজ হয়ে গেল। আর কেন, এবার চলে যাব কাশী। সেখানে জীবনের শেষ দিন কটি কাটিয়ে দেব।

বিক্রম— কি, তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করবে না? তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে না? তুমি মানুষের মাঝে মানুষের মতো বাঁচবে না?

শর্মিলা— আর নয়, অনেক রক্ত দেখলাম। আর ভাল লাগছে না।

বিক্রম— তোমার জন্য তোমাকে সব করতে হবে। মুখ তোল, দেখ আমার চোখের দিকে।...কিছু আকাঙ্ক্ষা জাগছে না?

শর্মিলা— বিক্রম দা!

বিক্রম— বড় রহস্যময়ী নারী শর্মিলা—বড় রহস্যময়। চলার পথে বেঁকে গেলে হবে না। মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়িয়ে বলতে হবে "আমি ভয় করব না—ভয় করব না"।

শর্মিলা— বিক্রম দা!

বিক্রম— দাও তোমার ঐ হাতের মালা পরিয়ে আমার গলে।

[পকেট হতে সিঁদুরের কৌটো বার করে]

আর আমার হাতে কি দেখছ?

[শর্মিলা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পালভের গলায় মালা পরিয়ে দিল। পালভও সিঁদুর পরিয়ে দিল]

শর্মিলা— সত্যিই রাশিয়া নন্দন তোমাকে মানুষ হিসাবে চিনেছি। তোমার কাছে আমার জীবন সঁপে দিলাম।

বিক্রম— তোমার কাছে আমার পরিচয় আমি পালভ নয়—আমি বিক্রম নয়—আমি একজন মানুষ। তোমাকেও আমি চিনেছি একজন মানুষ হিসাবে। আর আজকের মিলন উভয়ের মনের মিলে। আমরা ভেসে যাব এই মিলন সাগরে।...কিছু বল শর্মিলা।

শর্মিলা— আমার মালা তোমাকে সব বলে দিয়েছে।

বিক্রম— কাশীর রুক্ষ নীরব জীবনের কি কিছু দাম আছে।
…বল তাহলে সৃষ্টি ?

শর্মিলা— সবই বুঝেছি—তাই তোমার পায়ে…

[প্রণাম করল]

বিক্রম— সুখী হও !

[সিঁদুর দানের সঙ্গে সঙ্গেই দুজন পুলিশ এসে বিক্রমের সামনে দাঁড়াবে। যেহেতু সে খুনের আসামী। ভারতীয় সংবিধানের বিধি অনুযায়ী বিচারের জন্য বিক্রমকে নিয়ে যাবে] শর্মিলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিক্রমের প্রস্থান। আলো নিভে যাবে]

।। যবনিকা ।।